আরবি হুর

[বিয়োগান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক]

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্ত্তৃক পরিচালিত

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—৮ই পৌষ শনিবার

১৩৩৪

এক টাক

পাশ্চাত্য জগতের যে অমর কবির অমিয়-লেখনী-প্রসূত নাটক অবলম্বনে ইহা রচিত, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহারই উদ্দেশে এই নাটকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

আমার কথা

যাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় "আর্‌বি হুর্‌" বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইয়াছে এবং সুধী দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে, আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র গুহ মহাশয়দিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

তারপর নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন আমার সোদরপ্রতিম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, আমি নাটকখানি রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ইহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অহীন্দ্র বাবু। শিক্ষা, প্রযোজন, দৃশ্যপটাদির পরিকল্পনা, মুদ্রাভিনয় প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েরই অতি সূক্ষ্ম খুটি নাটি গুলিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার নাম আমার এই ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থের সহিত জড়িত রাখিয়া ধন্য হইলাম।

তারপর সুর সংযোজনা ও নৃত্যকলার পারিপাট্য সাধনে প্রাণপাত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, কুমার কনক নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত ললিত মোহন গোস্বামী।

এতদ্ভিন্ন যাঁহাদের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি বাহুল্য বোধে তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিলেও—তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। অলমতিবিস্তরেণ—

গ্রন্থকার

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র পাত্রীগণ

অধ্যক্ষ	...	শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শিক্ষক	...	„ অহীন্দ্র চৌধুরী
সঙ্গীত শিক্ষক	}	„ জানকীনাথ বসু
		„ কুমার কনক নারায়ণ
নৃত্য শিক্ষক	...	„ ললিতমোহন গোস্বামী
সঙ্গতি	}	„ সতীশ চন্দ্র বসাক।
		„ মন্মথকুমার ঘোষ।
বংশীবাদক	...	„ নেপালচন্দ্র রায় (খোকা)
হারমোনিয়ম বাদক	...	„ ধীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়
পিয়ানো বাদক	...	„ বেণী মাধব বসাক
স্মারক	}	„ কালীপদ বন্দোপাধ্যায়
		„ নৃত্য গোপাল সরকার
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	„ বটকৃষ্ণ মিত্র
আলি আলম্ সাহ	...	„ ইন্দু ভূষণ মুখোপাধ্যায়
মুসা	...	„ অহীন্দ্র চৌধুরী
ইসুফ	...	„ জয় নারায়ন মুখোপাধ্যায়
আবদুল্লা	...	„ সন্তোষ কুমার শীল
আলিখাঁ	...	„ কুঞ্জলাল সেন
সেখ ওমার	...	„ সুশীল কুমার ঘোষ
গোলাম রসুল	...	„ তুলসী চরণ চক্রবর্ত্তী
রুস্তম	...	কুমার কনক নারায়ণ

চরিত্র		অভিনেতা / অভিনেত্রী
ইয়ারগণ বেদুইনগণ বান্দাগণ ক্রীতদাসগণ	...	শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃতলাল পাল, শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাস, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গুহ, শ্রীঅনীল কুমার বসাক, শ্রীঅমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশরৎ কুমার, সুধীর কুমার হালদার
আমিনা	...	শ্রীমতী সুশীলাবালা
ফতিমা	...	„ নলিনীবালা
সহিদা	...	„ গৌরীবালা
গুলনার	...	„ সন্তোষকুমারী (তেলেনা)
দিলজান	...	„ নীহারবালা (২)
হুলীন	...	„ তারকদাসী (১)
নর্ত্তকীগণ বাঁদীগণ বেদুইন রমণীগণ ক্রীতদাসীগণ	...	শ্রীমতী তারক দাসী (১), গৌরীবালা, সুখদাময়ী, কিশোরীবালা, বীণাপানি, মণিমালা, সন্তোষ কুমারী, নীহারবালা, আশালতা, রাণীবালা (১), রাণীবালা (২) কনকবালা, হুনিয়াবালা, সুহাসিনী, সরোজিনী (৬) ইত্যাদি

মুদ্রাভিনয়ের পাত্র পাত্রীগণ

শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন গোস্বামী, শ্রীমতী আশালতা, শ্রীমতি গৌরীবালা

কুশীলবগণ

পুরুষগণ
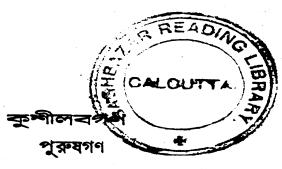
আলি আলম্ শাহ	...	সুলতান
ইসুফ, আবদুল্লা, আলিখাঁ	...	ঐ ইয়ারগণ
মুসা	...	ঐ মোসাহেব
সেখ ওমার	...	বৃদ্ধ নগরবাসী
রুস্তম	...	জনৈক বেদুইন
গোলাম রসুল	...	সরাইওয়ালা

ওমরাহগণ, রক্ষিগণ, ক্রীতদাসগণ, মোসাহেবগণ,
বান্দাগণ ও বেদুইন পুরুষগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

আমিনা	...	মুসার কন্যা
ফতিমা	...	ঐ বাঁদী
সহিদা	...	রসুলের ভগ্নী
হুলীন	...	রুস্তম-পত্নী
গুলনার, দিলজান	...	বাইজীদ্বয়

নর্ত্তকীগণ, বাঁদীগণ, ওমার-কন্যা,
বেদুইন রমণীগণ ইত্যাদি

আর্‌বি হুর্‌

প্রথম অঙ্ক

সুলতানের প্রাসাদ

[সুসজ্জিত রংমহালে গীতবাদ্যধ্বনি হইতেছিল। সুলতান আলি আলম্ সাহ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ করিলেন। সমবেত ওমরাহগণ প্রভৃতি সুলতানকে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইসুফ তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে বসিল।]

ইসুফ

জনাব কি তাকে দেখেছেন?

আলি আলম্

আকাশের চঞ্চলা বিদ্যুৎকে যেমন মানুষ দেখে, দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার বাইরের চোখ ঝল্‌সে যায়, আর তার প্রাণটা অভিনব পুলক-স্পন্দনে নেচে ওঠে, আমিও তেম্নি ক্ষণিকের জন্য সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখেছি—ভুলেছি—আত্মহারা হয়েছি। বল্‌বো কি ইসুফ, দুনিয়ার মানুষে কখনও এত রূপ সম্ভবে না। শুনেছি বেহেস্তের পরীর রূপের তুলনা নাই—কিন্তু এ রূপ কল্পনার অতীত! ধারণার অতীত!

ইসুফ

কোথায় তাকে দেখ্‌লেন?

আলি

দরগা প্রাঙ্গণের লতাবিতানের অন্তরালে ক্ষণিকের জন্য ক্ষণপ্রভার রূপ বিকাশ ক'রে দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে সে নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। অনেক চেষ্টা ক'রেও আর তাকে দেখ্‌তে পেলুম না।

ইসুফ

তার সঙ্গে কি আর কেউ ছিল জাঁহাপনা?

আলি

এক কদাকার বৃদ্ধা রমণী একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকৃতেই সে তখনই অদৃশ্য হ'য়ে গেল। নিত্য নববিকশিত কুসুমের মালা গলায় পরে নিজের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেছি। ক্ষণিক উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আঘ্রাত কুসুম স্বেচ্ছায় পদদলিত করেছি; পরিপূর্ণ উদ্যমে নিত্য নব উদ্যানের নববিকশিত কুসুমের অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কই ইসুফ, কখনও ত মনে এতখানি চাঞ্চল্য অনুভব করিনি।

ইসুফ

গোস্তাকি মাপ হয় জনাব,—জনাব কি তাকে ভালবেসেছেন?

আলি

হা—হা—হা—মূর্খ! সুলতান আলি আলমের অভিধানে ভালবাসা বলে কোন শব্দ নেই। মুহূর্ত্তের চোখের দেখায় ভালবাসা! উন্মাদ কল্পনা! অদম্য ভোগলালসাই আমার প্রাণে এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে ইসুফ, ভালবাসায় নয়। ইসুফ—

ইসুফ

জাঁহাপনা—

আলি

পার্ব্বে?

ইস্মুফ

আদেশ করুন হুজুরালি—

আলি

আজই তার সন্ধান নিতে হবে। সম্ভবতঃ সে এই সহরেই থাকে। দরিদ্রের কন্যা বা দরিদ্রের ঘরণী সে—সহরের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ অনুসন্ধান কর্ত্তে—না থাক, তোমরা তাকে দেখনি—তোমরা পার্ব্বে না। সহর ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমি সেই বৃদ্ধার আবাস দেখে এসেছি, আমি স্বয়ং তার অনুসন্ধান কর্ব্বো। [পাদচারণ]

আবদুল্লা

জনাবের চিত্তচাঞ্চল্যের অপনোদন কর্ত্তে নূতন ভাবে রং তামাসার আয়োজন হয়েছে—যদি জনাবের অনুমতি হয়—

আলি

তামাসা! মন্দ কি?—আলিখাঁ, সরাব—

[আলিখাঁ সরাব দিল]

[আবদুল্লার ইঙ্গিতে বাঈজীর নৃত্যকলা প্রদর্শন]

আবদুল্লা

[দিলজানকে লইয়া আসিল]

জাঁহাপনাকে নজরাণা দিতে এই সুকণ্ঠী সুন্দরীকে আমি সুদূর খোরাসানের এক আমীরের দৌলতখানা থেকে নিয়ে এসেছি।

আলিখাঁ

[গুলনারকে লইয়া আসিল]

জনাব! গোলামের নজরাণা এই বসরাই গুল—

আলি

বেশ সব, তোমাদের নজরাণা আমি সাদরে গ্রহণ কর্লুম।

মুসার প্রবেশ

মুসা

জনাবের নজরাণার ফাউ-টাউ যদি কিছু থাকে ত এই কুঁজোমিঞার কুঁজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর্ত্তে খয়রাৎ কর্ত্তে আজ্ঞা হয় মেহেরবান! [দিলজানকে দেখিয়া] কি বাবা! তুমি আবার খোরাসানি বুল্‌বুল্ হ'লে কদ্দিন? খানখানান আবদুল্লা সাহেব বুঝি তোমায় আমদানি করেছেন? বাহবা খানখানান আবদুল্লা মিঞা, তারিফ আছে বাবা—মস্কটের খেজুর বনের খতিজা বিবিকে একেবারে খোরাসানি বুল্‌বুল্ করে তুলেছ? আর আলি খাঁ সাহেবও নেহাত কম যান না, সেওড়াবনের ঘেঁটুফুলকে একেবারে "বসরাই গুল"! তোমরা দুটী মাণিকজোড় একেবারে হয় কে নয় আর নয় কে হয় কর্ত্তে পার বাবা!

আলি

মুসা, তুমি কি বলছো?

মুসা

আমি যা বল্‌ছি হুজুরালি, এই মিঞা সাহেবেরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝছেন।

আবদুল্লা

মিথ্যাবাদী! জেনো মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

আলিখাঁ

আর এও জেনে রেখো মুসা, আলিখাঁ কখনও দুষমণকে ক্ষমা করে না।

মুসা

তোমাদের কাণ্ড দেখে আমার প্রাণটা যে আর ধৈর্য্য মানছে না চাঁদ? জানি তোমরা দুষমণকে ক্ষমা করো না, তবে তাজ্জবের বিষয় এই

যে, এর মধ্যে তুমি দুষমণ কোথায় পেলে মিঞা? আমি ত তোমাদের বকেয়া দোস্ত।

আলিখাঁ

তা হ'লে সংযত হ'য়ে কথা কও।

মুসা

অসংযতই বা কোনখান্টায় দেখ্লে? তোমরা দুটী সব্চিন্ বাঈজী ধ'রে নিয়ে এসে জাঁহাপনার কাছে বাহাদুরী নিয়ে বলছো—ইনি খোরাসানের আমীরকি লেড়কী, আর উনি বোগদাদের হারুণ-অল-রসিদের চাচাতো সুমুন্দির ফুফুর লেড়কী। আর আমার অপরাধ আমি তোমাদের এই বাহাদুরীর গুপ্ত রহস্যটা জাহির করে দিয়েছি। এতেই অমি দোস্তির গোড়ায় কুড়ুল প'ড়ল চাঁদ?

আবদুল্লা

মিথ্যাবাদী সয়তান—

[কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিল]

আলি

কি কচ্ছো আবদুল্লা, ছি, তোমরা রঙ্গরস বোঝ না?

মুসা

একেবারে কাঠ গোঁয়ার হুজুর, ইয়ারকির ধার মোটেই ধারে না। শোন মিঞা সাহেবেরা, ইয়ারকি হর্দম্ দাও, খানাপিনা ভর্পুর্ চালাও, ও ছোরাছুরি বা'র করো না।

আলিখাঁ

তুমি কি বলতে চাও, আমি জনাবের সঙ্গে প্রতারণা করেছি?

আবদুল্লা

তুমি কি বলতে চাও এই সুকণ্ঠী সুন্দরী খোরাসানের আমীরের লেড়কী নয়?

মুসা

তোমাদের ঐ লকলকে ঝক্ ঝকে ছোরার বহর দেখে কে এমন বেকুব আছে যে অস্বীকার কর্‌বে ?

আলি

দেখ আবদুল্লা, দেখ আলিখাঁ, তোমাদের এই অযথা তর্ক আমার ভাল লাগ্‌ছে না। অশান্ত হৃদয় আরও অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে! মুসা নাচ্‌নেওয়ালী—[মুসা প্রস্থান করিল] এস সুন্দরীগণ? লতাবিতানের অন্তরালে বসে নির্জ্জনে তোমাদের রূপ-সুধা পান করি। [আলি আলম, দিলজান ও গুলনায়ের প্রস্থান

আবদুল্লা

দেখ্‌লে খাঁ সাহেব, কুঁজোটার কীর্ত্তি ?

আলিখাঁ

আমি চিরদিনই দেখে আসচি, তুমি একবার ভাল করে দেখ।

আবদুল্লা

সুলতান আবার ওর পক্ষ নিলেন—

আলিখাঁ

তাও ত দেখলুম, কিন্তু বুঝ্‌তে পারলুম না তাঁর মনে কোন সন্দেহ হয়েছে কিনা।

আবদুল্লা

আরে তোবা তোবা, মোটেই সন্দেহ করে নি—লম্পটের চোখ, বাইরের চাক্‌চিক্য থাক্‌লেই হ'ল !

আলিখাঁ

তা যেন বুঝলুম। কিন্তু কুঁজোটা যে বার বার এই রকম অপমান

কর্ব্বে, আর আমরা তার প্রতিবিধান না ক'রে নীরবে সব বরদাস্ত কর্ব্বো ?

আবদুল্লা

কিছুতেই না, একটা উপায় ঠাওরাও—

আলিখাঁ

আমরা আর্‌বি, অপমানের প্রতিশোধ হত্যা।

আবদুল্লা

একটা বিকলাঙ্গকে হত্যা ক'রে হস্ত কলঙ্কিত কর্ত্তে চাই না। অপমানের প্রতিশোধ অপমান—মর্ম্মে আঘাত! পার ত সেই উপায় ঠাওরাও—

ইয়ুফ

বেঁচে থাক দোস্ত, কথার মত একটা কথা বলেছো; অপমানের প্রতিশোধ মর্ম্মে আঘাত! যদি পার, সে উপায় আমি বলে দিতে পারি। আমি ও একদিন ওর কাছে এইরূপ অপমানিত হয়েছি। এখনও সে আগুন কল্‌জের ভেতর ধিকি ধিকি জ্বল্‌ছে! ওর মর্ম্মে আঘাত দিতে না পার্‌লে সে আগুন নিভ্‌বে না। এতদিন ধ'রে আমিও সুযোগ অন্বেষণ কচ্ছিলুম। আজ সুযোগ পেয়েছি, পার যদি এস, অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করি।

আবদুল্লা

আমরা প্রস্তুত।

আলিখাঁ

বল দোস্ত কি কর্ত্তে হবে ?

ইয়ুফ

তোমরা জান না ঐ মুসার একজন প্রণয়িণী আছে।

আবদুল্লা

[উচ্চ হাস্য করিয়া] মুসার প্রণয়িণী ?

আলিখাঁ

উন্মাদ ! [বলিয়া দূরে সরিয়া গেল]

ইশুফ

হ্যাঁ—হ্যাঁ—এ উন্মাদের প্রলাপ নয়, আমি স্বচক্ষে সে অলোক-রীকে দেখেছি, প্রেমের মধুর আবেশে ঐ কদাকার কুঁজোর গলা ড়িয়ে নিভৃতে আলাপ কর্ত্তে দেখেছি—এই চোখে—স্পষ্ট ! [বসিয়া ান]

আবদুল্লা

[অর্দ্ধ স্বগত] আশ্চর্য্য ! ছুনিয়ায় এমন অভাগিনী আছে যে ঐ সিত বিকলাঙ্গকে প্রণয়ীজ্ঞানে প্রেমালিঙ্গন করতে এতটুকু ঘৃণা বা াচ বোধ করে না ! খোদার অদ্ভূত সৃষ্টি এই নারীজাতী !

ইশুফ

কি ভাবচো আলিখাঁ, কি ভাবচো আবদুল্লা. আমার কথা বুঝি বিশ্বাস চ্ছ না ?

আবদুল্লা

বিশ্বাস ? হ্যাঁ—না—তা—

ইশুফ

একদিনের কথা নয়, আমি উপর্য্যুপরি তিন দিন দেখেছি ; প্রতি রাত্রে সে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে য়।

আবদুল্লা

[দাঁড়াইয়া] তা হ'লে আর অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

আচ্ছা তা যেন হ'ল, মুসার প্রণয়িণী আছে, তাতে আমাদের লাভালাভ কি?

ইস্থফ

সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না দোস্ত, ওর প্রণয়িণী সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী রমণীকে অপহরণ ক'রে আমরা সুলতানকে নজরাণা দোব, আর এই কার্য্যে মুসাই আমাদের প্রধান সহায় হবে।

আবদুল্লা

মুসা!

ইস্থফ

হঁ্যা মুসা। অবাক হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছো কি? কোন চিন্তা নেই, সে উপায় আমিই কর্ব্বো। যদি পার, ভেবে দেখ, অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ হবে কি না?

আলি খাঁ

যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়—

ইস্থফ

আলবৎ হবে। এখন তোমরা ঠিক থাকলেই হ'ল। ঐ মুসা আসচে, সমস্ত অপমান ভুলে গিয়ে মৌখিক মিষ্ট কথায় ওকে হাতে রাখতে হবে, মনে থাকে যেন—[তিনজনে একত্রে বসিলেন]

মুসার প্রবেশ

মুসা

এই যে তোমরা তিনজনে একলাটী বসে বসে ঝাউগাছের ঝুরঝুরে হাওয়া খাচ্চো? পরীজানেরা হাজির, একটু আসর সর্‌গরম কর।

আলিখাঁ

এসো দোস্ত এসো, তুমি না হ'লে কি আসর জমে? এমন রন্দার সরস বুলি ঝাড়্‌বে কে?

মুসা

হঠাৎ এতটা ন্যাওটাপনা কেন বাবা, ছুরি টুরি শাণিয়ে রেখেছ বুঝি? গলায় বসাবে না কলজে ফাঁসাবে?

আলি খাঁ

সেকি দোস্ত! তুমি কি আমাদের তেম্নি মনে কর?

মুসা

আরে তোবা তোবা, আমি কি এম্নি বেকুব, যে তোমাদের তেম্নি মনে কর্ব্বো।

আলি খাঁ

দেখ দোস্ত, আমরা আর্‌বী, আমরা দুষ্‌মণ্‌কে শাস্তি দিতে যেমন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করি না, তেম্নি মার্জ্জনা কর্ত্তেও তৎপর।

মুসা

জোর নসীব আমার যে এতক্ষণ ভেবে চিন্তে শেষটায় মার্জ্জনা ক'রে ফেল্লে। যাক্‌ এখন নাও গো পরীজানেরা, তোমাদের বুল্‌বুলের মত মিঠে আওয়াজের কেরামৎটা একবার দেখিয়ে দাও—

আলি খাঁ

ধর দোস্ত—

[পান পাত্র প্রদান ও সকলের পান ও নর্ত্তকীগণের গীত]

আজি কি মধুর চাঁদিনী-হসিত যামিনী
আশমানে তারকা মালা।

আজি সুবাসিত দিশি, রূপ, গান, হাসি,
এনেছি ভরিয়া হৃদি ডালা ॥
আজি সোহাগে রঞ্জিত, আদর পুঞ্জিত
যৌবন হৃদি সরসে,
আকুল পিয়াসা, মিটাইতে আশা—
তোমারই পুলক পরশে,
আজি হরষে তোমারে মন প্রাণ ভ'রে
হেরিব তুষিব বসি নিরালা ;
নীরব যামিনী, উঠিবে রাগিণী
আকাশ বাতাস ভরিয়া,
চাহি নয়নে নয়নে, বাহুর বাঁধনে
প্রেমের আবেশে গলিয়া।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিয়ে মিশায়ে
জুড়াব সকল জ্বালা ॥

মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে আলি আলম্ উপরের বারান্দায় আসিলেন

আলি

ভাই সব, আনন্দ কর—স্ফূর্তি কর, মুসা সিরাজী—

[ইসুফ সিরাজী লইয়া আলি আলমের নিকটে গেল]

মুসা

জাঁহাপনা সে বুল্‌বুল্ জোড়াটী কি উড়েছে—

[ইসুফ পান পাত্র প্রদান করিলে আলি আলম্ তাহা পান করিলেন]

আলি

ফের নাচ্—মুসা ?

বাইজীর প্রবেশ

গীত

কাহে সখি পেখনু সোহি সুন্দর সুরতিয়া।
ভারিনু তনমন আপন বিসরিয়া ॥
স্বপন জাগরণ (সোহি) খেয়ান মেরি
রোয়তি নিরালা গুমরি গুমরি,
সো নেহি আওয়ে—পিয়াসা মিটাওয়ে
পলক দরশ মিলে নয়ন ভরিয়া ॥

[বাহিরের কোলাহল শুনিয়া হঠাৎ নাচ থামিয়া গেল]

ওমার

[নেপথ্যে] পথ ছাড়্ কম্‌বক্ত—আমি সুলতানকে চাই।

আলি

ওকি! কিসের গোলমাল?

প্রহরী

[নেপথ্যে] বিনা এত্তেলায় খান্ খানানের সাক্ষাৎ পাবে না বৃদ্ধ।

ওমার

[নেপথ্যে] তা হবে না কম্‌বক্ত, আমি সুলতানকে চাই।

আলি

[বাইজীর প্রতি] তুমি এখন যাও বিশ্রাম করগে। [বাইজীর প্রস্থান] [সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে] তাইত! কিসের কোলাহল! আলি খাঁ— [আলি খাঁর প্রস্থান] ইসুফ, সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে আমি চাই—

আবদুল্লা

আমরা এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর সন্ধান পেয়েছি জনাবালী, যদি মুলার সাহায্য পাই—তাহ'লে তাকে লাভ করা খুবই সহজসাধ্য—

মুসা

থাক না চাঁদ, কাজ কি আর অতটা বাড়িয়ে—সইবে না। তার চেয়ে ঐ সব বাইজী বাঁদীই দেখ না—তোমাদেরও সহজসাধ্য হবে, আর সুলতানের পাপের মাত্রাও বাড়বে না।

আলি

হা-হা-হা—মূর্খ! পাপ কি? দিন দুনিয়ার মালিক সুলতান আলি আলম্ সার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই পাপ; একটা সাম্রাজ্যের অধিপতি আমি তার উপর ইচ্ছামত আধিপত্য কর্ব্বো।

ক্রোধকম্পিত কলেবরে সেখ ওমারের প্রবেশ

ওমার

তা কখনই পার্‌বে না লম্পট সয়তান—এখনও দিনরাত হচ্ছে, মাথার উপর খোদা আছেন।

মুসা

খান্ খানান্ সুলতান আলি আলম্ সাহকে এরূপ নীচ সম্ভাষণ কর্ত্তে সাহস করিস্ কে তুই বৃদ্ধ সয়তান?

ওমার

কে আমি? লম্পট ব্যভিচারীর পদলেহী ঘৃণিত কুক্কুর, চিন্‌তে পার্‌ছিস্ না কে আমি? নীচমনা লম্পট প্রভুর প্ররোচনায় এক দরিদ্রের পর্ণ কুটীর হ'তে তার নয়নানন্দ স্নেহের নিধি একমাত্র কন্যাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় চুরি ক'রে এনেছিস্, আমি সেই বালিকার পিতা। বল সয়তান, আমার কন্যা কোথায়?

মুসা

[বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া] এই কথা! এর জন্য আর

আক্ষেপ কেন মিঞা, গরীবের মেয়ে সুলতানের নজরে পড়েছে—বেগম সাহেবা হ'য়ে সুলতানের হারেমে বাস কচ্ছে; তুমি ভাগ্যবান, সুলতানের শ্বশুর হয়েছ—এতেও তুমি নারাজ? আরে ছোঃ!

ওমার

রসনা সংযত কর নফর—

মুসা

এই রসনার দৌলতেই যে সুলতানের মেহেরবাণী লাভ করেছি বুড়ো মিঞা, একে সংযত কার কি ক'রে?

আলি

আবদুল্লা, এই কম্‌বক্ত বৃদ্ধকে স্থানান্তরিত কর।

[আবদুল্লা অগ্রসর হইল]

ওমার

খবরদার উল্লু! সুলতান, তুমি না দিন দুনিয়ার মালিক, প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, তোমার এই কাজ? এখনও ভাল চাও ত আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দাও—নইলে—

আলি

নইলে? বৃদ্ধ, তোমার সাহসের আমি তারিফ করি।

ওমার

কন্যাপহারী দস্যু! মনে করিস্‌নি, একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়ে, সহায়হীন দীন প্রজার উপর এম্নিভাবে যথেচ্ছাচার কর্‌বি, আর তোর মাথার উপর যিনি দুনিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, সম্রাটের সম্রাট্, তিনি তোকে মার্জ্জনা কর্‌বেন? তা হয় না সুলতান, এখনও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে, এখনও দিনরাত্র হচ্ছে।

আলি

হাঃ হাঃ হাঃ। দুর্ব্বলের প্রলাপ—খোদা আছেন! আবদুল্লা, এ উন্মাদকে এখান থেকে দূর ক'রে দাও।

ওমার

সুলতান, আমি করজোড়ে জানু পেতে ভিক্ষা চাইছি—মেহেরবাণী ক'রে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দাও, আমি তোমার সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।

মুসা

আর ভিক্ষা টিক্ষা কেন বুড়ো মিঞা, দুদিন সবুর কর না, তোমার মেয়ে জামাদ দুজনাই তোমার দৌলতখানায় যাবেন এখন।

ওমার

কুব্জ সয়তান, আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে আর তাই নিয়ে তুই ব্যঙ্গ কচ্ছিস্?

মুসা

ব্যঙ্গ কি মিঞা, একেবারে সাদা কথা।

ওমার

লম্পট সয়তান, বল, আমার কন্যাকে দিবি কি না?

আলি

আবদুল্লা, এই কেতমিজ বৃদ্ধকে কারাগারে নিয়ে যাও। [আবদুল্লার ইঙ্গিতে রক্ষীগণ ওমারকে বন্দী করিল] শোন বৃদ্ধ, তোমায় সপ্তাহকাল চিন্তা করবার অবসর দিচ্ছি, যদি সপ্তাহান্তে দরবারে, আমার কাছে এ ঔদ্ধত্যের মার্জ্জনা চাইতে পার, প্রাণ ভিক্ষা পাবে, নইলে তোমার শূলদণ্ড হবে। যাও নিয়ে যাও।

[প্রস্থান

মুসা

বাঘের গর্ত্তে এসে ভির্‌কুটী কেন যাদু! যাও এইবার দামাদের কারাগারে গিয়ে শ্বশুর আদরে থাক গে।

ওমার

ঘৃণিত চাটুকার, আজ আমার দুর্দ্দশা দেখে তুই ব্যঙ্গ কচ্চিস্? যদি ইমান থাকে, যদি সর্ব্বশক্তিমান খোদার অস্তিত্ব থাকে, তাহ'লে দেখ্‌বি সয়তান, এর প্রতিফল হাতে হাতে পাবি। যে অসহ্য মর্ম্মদাহে আমি হাহাকার কর্‌ছি, এম্নি অসহ্য মর্ম্মদাহে তুইও হাহাকার কর্‌বি।

[প্রহরীগণ ওমারকে লইয়া গেল]

মুসা

তীব্র তিরস্কারের ভাষায় বৃদ্ধ তার অন্তরের সমস্ত যন্ত্রণা যেন আমার হৃদয়ে ঢেলে দিলে! দুর ভবিষ্যতের একটা বিভীষিকাময় জীবন্ত আলেখ্য যেন আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। অশান্ত প্রাণের মর্ম্মভেদী হাহাকারধ্বনি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। একি! চিরনির্ভীক বেদুইনের নির্ম্মম হৃদয় একটা অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠ্‌ছে। বৃদ্ধ—বৃদ্ধ বলে যাও এ তোমার তিরস্কার—না অভিশাপ?

ওমার

[নেপথ্যে] অভিশাপ—অভিশাপ—

[মুসা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুসার গৃহ সম্মুখস্থ পথ

গীত গাহিতে গাহিতে গোলাম রসুল ও সহিদার প্রবেশ

গীত

ও দাতা মওলা রহম্ কর মুঝ্‌পর।
দুখ্‌মে রোটী মিল্‌তা নেহি করারি সফর॥
সারি সহরমে ঘুম্‌তা ফির্‌তা,
তগ্‌দীর মেরা কোই না পুছ্‌তা,
ম্যয় হুঁ নাচার ভরসা তুহার
গরীব পরোয়ার॥

[উভয়ের প্রস্থান

মলিন মুখে মুসার প্রবেশ

মুসা

হৃদয়ের একি দুর্ব্বলতা! একটা অলীক দুশ্চিন্তাকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের উদ্যম, সুখ, শান্তি সব বিসর্জ্জন দিতে বসেছি। অভিশাপ! অভিশাপে কি হয়? যে শক্তিহীন অকর্ম্মণ্য, সেই আত্মপ্রসাদ লাভ কর্ত্তে অভিশাপ দেয়। সে অভিশাপ—মূর্খের খেয়াল, উন্মাদের প্রলাপ! তার শক্তি কতটুকু? কিছু না। মূর্খ আমি—ভ্রান্ত আমি তাই ঐ অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের অসংযত প্রলাপ-বচনে এতখানি শিউরে উঠ্‌ছি। কি দুর্ব্বলতা আমার! [ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া] বজ্র নির্ঘোষের মত এখনও সে নিদারুণ অভিশাপবাণী আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অন্তরের

অন্তস্তম প্রদেশ হ'তে যেন একটা মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠে আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে? কেন এমন হচ্ছে—কেন এমন হচ্ছে। [ইতস্ততঃ পরিক্রমণ] সুলতানের আনন্দ-সহচর আমি, আমার প্রাণে আতঙ্ক! হা—হা—হা!

পশ্চাৎ হইতে গোলাম রসুলের প্রবেশ

গোলাম

[স্বগত] লোকটা উন্মাদ নাকি?

মুসা

কে তুমি?

গোলাম

হুজুরের তাঁবেদার—

মুসা

আমি তোমায় চিনি না—কখনও দেখিছি বলেও মনে হয় না।

গোলাম

সেই জন্যই ত বল্‌ছি হুজুর, গোলাম তাঁবেদার।

মুসা

হেঁয়ালি রাখ মিঞা, স্পষ্ট বল, তুমি কে—কি চাও?

গোলাম

জনাব, গোলাম একটা ক্ষুদ্র সরাইয়ের মালিক, জনাবের মত আমীর ওমরাহদের তাঁবেদারি ক'রে দিন গুজরাণ ক'রে থাকি।

মুসা

সরাইওয়ালা? উত্তম, কি চাও?

গোলাম

কিছু ভিক্ষা। আজ প্রায় হপ্তাখানেক আমার সরাইয়ে একজনও

মোসাকের আমদানী হয়নি, দীন আমি, সহায়হীন আমি—দুই ভ্রাতা ভগিনী আমরা অন্নাভাবে দুইদিন থেকে অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় নিতান্ত অনন্যোপায় হ'য়ে আজ জনাবের শরণাপন্ন হয়েছি। মেহেরবাণী ক'রে বান্দাকে কিছু ভিক্ষা দিন—

[মুসা গোলাম রসুলের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইল]

মুসা

তোমার নাম ?

গোলাম

তাঁবেদারের নাম গোলাম রসুল।

মুসা

শোন রসুল, আমি জীবনে কখনও কা'কেও ভিক্ষা দিইনি—ভাল করছি কি মন্দ করছি তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এ কঠোর প্রাণ কখনও পরের দুঃখে এমন ভাবে সহানুভূতিতে ভ'রে ওঠেনি ব'লেই আজ আমি আমার স্বভাবের নীতির ব্যভিচার কর্ত্তে উদ্যত ; এই নাও—[আসরফি প্রদান] যাও, আর কখনও এমনভাবে ভিক্ষার্থীরূপে আমার সম্মুখে এসোনা।

গোলাম

[স্বগত] অদ্ভুত প্রকৃতি ! [প্রকাশ্যে] জনাব আজ আমাদের প্রাণ রক্ষা কর্‌লেন—যদি প্রয়োজন হয়, জনাবের কাজে প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তে গোলাম পশ্চাৎপদ হবে না।

মুসা

এ অভিশপ্ত জীবনে বোধ হয় তেমন প্রয়োজন কখনও হবে না।

গোলাম

অভিশপ্ত জীবন ! এ কথায় তাৎপর্য্য কি জনাব ?

মুসা

[বিহ্বলের স্থায় অর্দ্ধস্বগত] মনের দুর্ব্বলতায় একজন অপরিচিতের কাছে—[সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া] না রসুল, কিছু নয়—তুমি যাও—

গোলাম

জনাব, গোলামকে অবিশ্বাস কর্ব্বেন না, প্রাণদাতার সঙ্গে গোলাম কখনও নেমকহারামী কর্ব্বে না। যদি প্রয়োজন হয়, সমুদ্রতীরবর্ত্তী সরাইয়ে গেলেই গোলামের সাক্ষাৎ পাবেন।

মুসা

ভাল তাই হবে—যাও—[গোলাম রসুল গমনোদ্যত হইল] রসুল—[গোলাম রসুল প্রত্যাবৃত্ত হইল]

গোলাম

জনাব—

মুসা

তুমি কি কর্ত্তে পার রসুল ?

গোলাম

জোচ্চুরি, দাগাবাজী, খুন, জখম—জনাবের যখন যা প্রয়োজন গোলাম তা কর্ত্তে হামেসা প্রস্তুত, তা ছাড়া আমার ভগ্নির গুণের কথা শুনলে হুজুর তারিফ্ কর্ব্বেন—সে সুন্দরী ছলনাময়ী নারী, সকল কার্য্যেই আমার দক্ষিণ-হস্ত। তার মুখে—অমিয়-ধারা, অন্তরে—বিষের ছুরি !

মুসা

[স্বগত] অদ্ভুত চরিত্র ! [প্রকাশ্যে] আমার বোধ হয় তেমন প্রয়োজন হবে না, রসুল ; তুমি এখন যেতে পার।

গোলাম

আদাব্ জনাবালি। [গোলাম রসুলের প্রস্থান]

মুসা

প্রতিহিংসা পূর্ণ কর্ত্তে হ'লে এমনই নেমকের গোলামের প্রয়োজন হয় বটে ; কিন্তু আমার—না—কোন প্রয়োজন নেই। আর ভাব্‌তে পারি না—শেষটা কি পাগল হ'য়ে যাবো ! যাই একবার আমার নয়নানন্দ আমিনার মুখখানি দেখে আসি—তার মুখ দেখলে আমি সব ভুলে যাই ; এখন বিস্মৃতিই আমার সুখ—বিস্মৃতিই আমার শান্তি ! খোদা ! আমায় বিস্মৃতি দাও !

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুসার গৃহ-প্রাঙ্গণ

[গৃহের সম্মুখে একখানি কার্পেট পাতা। তাহার উপর পুস্তক, বয়ন করিবার [illegible] প্রভৃতি সজ্জিত ছিল। একদিকে কতকগুলি ফুলের গাছ, মধ্যে একটা ছোট বেদী। পশ্চাদ্দিকে প্রাচীর। আমিনা গোলাপ গাছে জল দিতেছিল ও গাহিতেছিল]

গীত

মুঞ্জরী প্রাণের সখি, বল্‌না ভাবিস্ কা'র ভাবনা।
অপলকে কা'র আশাপথ আছিস্ চেয়ে সে এল না॥
গুঞ্জরি আসে অলি, মুচ্‌কে হাসি পড়িস্ ঢলি—
সে কি লো প্রাণের বঁধু, বল্‌না খুলে ছাড়্ ছলনা॥
আমিও প্রাণের কোণে, রেখেছি সই সঙ্গোপনে—
কার ছবি তা জানিনে, চোখে চোখে চেনাশোনা॥

আমিনা

সত্যি, মনের একি অন্যায় আচরণ! যার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই—শুধু এক লহমার জন্য চোখে চোখে দেখা—তার জন্য তোর এত ব্যাকুলতা কেন? এই যে ফতিমা, কি সংবাদ?

নতমুখে ধীরে ধীরে ফতিমার প্রবেশ

ফতিমা

মন্দের ভাল—

আমিনা

কি রকম?

ফতিমা

রকম আর কি—সেদিন দরগা হ'তে ফিরে আসার পর থেকে একটা লোককে প্রায়ই আমি দরগার কাছে দেখ্‌তে পাই। আজ যখন দরগায় বাতি দিয়ে ফির্‌ছি, তখন সেই লোকটা আমার আস্তানার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে। আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সে বল্‌লে—সে একজন বিদেশী ছাত্র, মৌলভী সাহেবের মোক্তাবে পড়ে।

আমিনা

লোকটা দেখ্‌তে কেমন?

ফতিমা

বেশ খুব্‌সুরৎ—মনে হয় যেন অনেকটা তাঁরই মত।

আমিনা

কোন কৌশলে তাকে একবার দেখাতে পারিস্‌ ফতিমা?

ফতিমা

বিবির যে আর সবুর্‌ সয়না দেখছি। মিঞাসাহেব শুন্‌লে কি বল্‌বে বল দেখি? সে কথাটা একবারও ভাব্‌ছ না বিবি?

আমিনা

সে ভাবনা তোকে ভাব্‌তে হবে না, আমার ভাবনা আমি ভাব্‌বো।

ফতিমা

তুমি কি ভুলে যাচ্ছো বিবি, যে তোমার বাবা আমায় এখানে রেখেছেন, তোমার খবর্‌দারী কর্ত্তে? তোমার ভাল মন্দের জন্ম দায়ী আমি। [আমিনা অভিমানে মস্তক অবনত করিল]

ফতিমা

রাগ কর্‌লে আমিনা? আচ্ছা মনে মনে বিচার ক'রে দেখ দেখি, এতে আমি সত্য অপরাধী কি না?

আমিনা

রাগ ? তোর উপর ? কেন ? তুই আমার কে ?

[ফুলগাছের মধ্যবর্ত্তী বেদীতে গিয়া বসিল]

ফতিমা

কসুর মাপ কর আমিনা বিবি, আমি বুঝ্‌তে পারিনি যে তুমি এতদূর এগিয়েছ। তবুও আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, যদি ফের্‌বার পথ থাকে এখনও মনকে ফেরাও।

আমিনা

[দাঁড়াইয়া] ফতিমা, সে উপদেশ তুই আজ দিচ্ছিস্? আমি অনেক চেষ্টা করেছি—পারিনি, মনের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি—পারিনি; শেষে নিতান্ত অনন্যোপায় হ'য়ে তোর শরণাপন্ন হয়েছি, এখন তোর কর্ত্তব্য তোর হাতে।

ফতিমা

ভেবনা আমিনা বিবি, বুক বাঁধ; আমি আবার তাঁর অনুসন্ধানে যাচ্ছি। [প্রস্থান।

[ফতিমা প্রস্থান করিলে ছদ্মবেশী আলি আলম্ প্রাচীরের অপর দিকে আসিয়া আমিনার গায়ে একটা ফুল ছুড়িয়া মারিল। আমিনা চমকিত হইয়া এদিক ওদিক চাহিবামাত্র আলি আলম্‌কে দেখিতে পাইল]

আমিনা

[সন্ত্রস্তভাবে কয়েক পদ সরিয়া গিয়া] এঁ্যা—আপনি—আপনি! আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন? কেন এলেন? [বলিতে বলিতে আলি আলমের নিকটে গেল। আলি আলম্ তাহার প্রসারিত হস্ত ধারণ করিল]

আলি

কেন এলুম? পাষাণী—কেন এসেছি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

আমিনা

না—না—আপনি এখনই পালান—আমার বাবা আপনাকে দেখ্‌তে পেলে এখনই অনর্থ বাধাবেন।

আলি

অনর্থ? কিসের অনর্থ সুন্দরী? আমি অনর্থ হবার ভয়ে ভীত নই; জানি, গোলাপ প্রসূন আহরণ কর্‌তে গেলে কণ্টকের ভয় কর্‌লে চলে না। [প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল]

আমিনা

না—না—আপনি যান—এখনি যান, আর মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর্ব্বেন না—আমার পিতার প্রকৃতি আপনি জানেন না—হয়ত হিতে বিপরীত হবে।

আলি

দরিদ্র বিদেশী ছাত্র আমি, আমার আবার হিত অহিত! সুন্দরী, যে দিন তোমায় দরগায় প্রথম দেখেছি—সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হ'তে আমি সব ভুলেছি—তোমার প্রেমে দিউয়ানা হয়েছি। আমার আশা পূর্ণ কর সুন্দরী—

মুসা

[নেপথ্যে] আমিনা—আমিনা—

আমিনা

[দরজা সন্নিকটে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল] ঐ পিতা আস্‌ছেন—আপনি পালান—

আলি

তাইতো—তা—তা—যাচ্ছি সুন্দরী—শুধু একটীবার বল, আমার আশা পূর্ণ কর্‌বে ?

আমিনা

আমি কেমন ক'রে বল্‌বো, আমাদের সাদী হওয়া পিতার অনুমতি সাপেক্ষ। যান—আর বিলম্ব কর্ব্বেন না।

আলি

[প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বাহিরে যাইবার অন্যপথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল] কেমন ক'রে—কোন্ পথে পালাব সুন্দরী ?

বেগে ফতিমার প্রবেশ

ফতিমা

কিছু ভাব্‌বেন না, আমার সঙ্গে আসুন।

[আলি আলম্ ও ফতিমার প্রস্থান

মুসা

[নেপথ্যে] আমিনা—

[আমিনা কার্পেটের উপর গিয়া বসিল]

মুসার প্রবেশ

মুসা

আমিনা—[কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ সভয়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে আমিনা ব্যাকুল হইয়া উঠিল]

আমিনা

বাবা—বাবা—ওকি বাবা, অমন কচ্ছো কেন ?

মুসা

না, ও কিছু নয় মা—হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছ্‌লুম কিনা তাই।

আমিনা

আমি কাছে এসেছি অমি তুমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছ! আজকাল আমার উপর তোমার স্নেহ নেই কিনা তাই!

মুসা

কি বল্‌ছিস্ পাগ্‌লী মেয়ে, তোর উপর যদি না আমার স্নেহ থাক্‌বে, তবে দুনিয়ায় আমার স্নেহের নিধি আর কে আছে মা? তুই যে আমার প্রাণ—আমার শ্বাস প্রশ্বাস—আমার বুকের রক্ত—[চকিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] আমিনা—

আমিনা

কি বাবা? ওকি, আবার তুমি অমন কচ্ছো? কেন অমন কচ্ছো বাবা? কি হয়েছে তোমার? আজ তোমার মুখখানা এমন শুক্‌নো কেন বাবা? তোমার কি অসুখ করেছে? আগে ত কখনও তোমায় এমন দেখিনি?

মুসা

কেমন ক'রে দেখ্‌বি মা—তখন ত বৃদ্ধের অভিশাপ—না—না—আমিনা—কিছু নয়—আমার শরীর অসুস্থ—তাই এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন। [মুসা অন্যদিকে যাইতেই আমিনা আলি আলম্ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ফুলটা কুড়াইয়া লইল] না—না আমার কিছু হয়নি—আমি বেশ আছি—দেখ্‌না কেমন সুস্থদেহ—কেমন হাস্‌ছি—কেমন কথা কইছি—

আমিনা

অভিশাপের কথা কি বল্‌ছ বাবা?

মুসা

অভিশাপের কথা কি বল্লি? অভিশাপ! হা—হা—হা! ভ্রান্ত সংস্কার! উন্মাদের উন্মত্ত প্রলাপ—দুর্ব্বলের সহায়! অভিশাপে কি আসে

যায়? কিছু হয় না—কিছু হয় না। [প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইল]

আমিনা

বাবা, তুমি আমার কাছে যতই গোপন কর, আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি একটা দারুণ দুশ্চিন্তায় তুমি আজ এতখানি উন্মনা। [মুসার হাত ধরিয়া বসাইয়া] আমি তোমার মেয়ে—আমায় বলনা বাবা, কি সে দুশ্চিন্তা? যদি উপায় থাকে, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার চিন্তার লাঘব ক'র্ব্বো—

মুসা

ঈশ্বর! কোন সুখ দাওনি, কোন বন্ধনই রাখনি, যা আছে শুধু সেইটুকুই কেড়ে নিওনা, দোহাই ঈশ্বর!

আমিনা

বাবা—

মুসা

কি মা?

আমিনা

তোমার মুখ দেখে যে আমার বড় ভয় হচ্ছে বাবা, তুমি অমন ক'রো না বাবা। শান্ত হও—

মুসা

হ্যাঁ হবো—মনে কচ্ছি কিছু কর্ব্বো না, কিন্তু কি হচ্ছে আমিন্‌? কিছুতে ভুল্‌তে পাচ্ছি না—আমিনা, মা, আমায় বিস্মৃতি দিতে পারিস্‌?

আমিনা

কিসের বিস্মৃতি বাবা? বলনা বাবা, কি বেদনায় তুমি এতখানি আকুল হয়েছো?

মুসা

কিছু নয় মা, ও একটা খেয়াল! দিবারাত্র সুলতানের সাহচর্য্যে থেকে অত্যধিক সুরাপান কর্‌লে এরূপ মস্তিকের বিকার অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য কিছু চিন্তা করিস্‌নি মা। আমি বেশ সুস্থ আছি। আমিনা তুই বাজা—

[আমিনার বাদ্য]

মুসা

[উঠিয়া] হ্যাঁ আমিনা—

আমিনা

বাবা—

মুসা

তুই বাড়ী থেকে একলা কোথাও যাস্‌না ত?

আমিনা

না বাবা, আমি একলা কখনও বাড়ীর বা'র হইনি, একথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছো বাবা?

মুসা

কৌতূহল হয়েছিল তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লুম। তুই গান গা' আমি শুনি।

আমিনার গীত

আমার হৃদয়-বীণায় কি সুর বাজে
ব্যাকুলিত প্রাণ থাকি থাকি।
কার ছবিখানি হেরিতে গোপনে
আমার তৃষিত আকুল আঁখি।
কে বাঁশী বাজায় কোন্ দূর দেশে,
মোহিনী ঝঙ্কার কোথা হ'তে আসে,
শ্রবণ পথে মরম পরশে
উদাস পরাণপাখী॥

[গীতান্তে মুসা গমনোদ্যত]

আমিনা

এখনই যাবে বাবা ?

মুসা

গোলামের আবার স্বাধীনতা কোথায় মা ? অবসরকালের উপরও অতিরিক্ত একটা লহমার জন্যও গোলামকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আসি মা, খুব সাবধান। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] আমিনা, ফতিমা তোর খবরদারী করে ?

আমিনা

করে বৈকি বাবা, শুধু খবরদারী নয়, সে আমায় বোনের চেয়েও বেশী ভালবাসে।

মুসা

দেখ্ মা, তুই প্রাণান্তেও একলা বাড়ীর বা'র হ'সনি ; আমার এই ক্ষুদ্র গৃহের গণ্ডীর ওপারে সয়তানের দূত ঘুরে বেড়ায় ; তাদের দৃষ্টিতে বিষ, স্পর্শে অগ্নিদাহ, কুসুম-সুকোমল দেহে তা' তুই সইতে পারবি নি। খুব সাবধান।

[আমিনা ঘরের মধ্যে গেল, মুসা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বলিল]

খোদা ! শান্তি দাও—শান্তি দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

নিভৃত কক্ষ

[বিমর্ষভাবে সুলতান আলি আলম্; ইসুফ, আবদুল্লা ও আলিখাঁ সুলতানের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত]

ইসুফ

জাঁহাপনা, সিরাজ সহরের আমদানী উম্‌দা গোলাপী সিরাজী একটু—

আলি

চোপ্‌রাও বেকুব—

আবদুল্লা

জনাব, বাঁদীদের একখানা গান—

আলি

হুঁসিয়ার কম্‌বক্ত—

আলি খাঁ

জাঁহাপনা, খেজুরের একটু মিঠা সরবৎ—

আলি

খবরদার উল্লু—

আলি খাঁ

[আবদুল্লার প্রতি] উহুঁ, তা হবে না—জনাবের এখন মেজাজ খারাপ। আতরদান, গোলাবপাশ, গুলদস্তা, নাচ, গান, সরাব কিছুতেই কিছু হবে না। [ইসুফের প্রতি] যে সুন্দরীর কথা বলেছিলে, যদি তাকে আন্‌তে পার জনাবের মনটা হয়ত ঠাণ্ডা হ'তে পারে।

আবহুল্লা

কিন্তু মুসার সাহায্য না পেলে—

ইসুফ

আমার মনে হয় মুসা এ কার্য্যে আমাদের সাহায্য কর্ব্বে না।

আলি খাঁ

কি বল্‌ছো ইসুফ, যদি খান্‌ খানান্‌ আদেশ করেন তবুও সাহায্য কর্ব্বে না মনে কর?

ইসুফ

তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব, তবে জাঁহাপনার আদেশ অমান্য করার ফল যে কি শোচনীয়, তা যদি সে বুঝ্‌তে পারে, তাহ'লে আমার বিশ্বাস, সে আমাদের সাহায্য কর্‌তে বাধ্য হবে।

আলি

সে বাধ্য না হয় আমি তাকে বাধ্য কর্ব্বো তা'হ'লে তোমরা পার্‌বে?

সকলে

আলবৎ পার্‌ব—জাঁহাপনা আমরা আলবৎ পার্‌ব, এই যে মুসা—

মুসার প্রবেশ

মুসা

মুসার জন্য তোমাদের এতটা উৎকণ্ঠা কেন চাঁদ? বলি কোন দাগাবাজী, ফেরেববাজী, জাল, জোচ্চুরি, খুন, জখম, এর মধ্যে কোন একটা মহত্তর কাজ মুসাকে দিয়ে করাবে নাকি? [সকলে উচ্চহাস্য করিল]

আবহুল্লা

দেখ্‌লে—দেখ্‌লে, মুসা মিঞা কেমন হুসুর্‌ দেখলে? একেবারে চট্‌ ক'রে ধ'রে ফেলেছেন।

মুসা

তা ধর্‌তে ঠিক্ না পার্‌লেও অনুমানটা অনেকটা ঠিক্। যাক্, এখন মেহেরবাণী ক'রে বল দেখি, মিঞা সাহেবদের কোন্ সুকার্য্যটা এই দীন মুসার অভাবে একেবারে অপূর্ণ থেকে গেছে ?

আলি

বক্তব্য ওদের কিছু নেই মুসা—আমি তোমার সাহায্য চাই।

মুসা

আমার সাহায্য! কি এমন গুরুতর কাজ জনাবের যাতে আমার সাহায্যের প্রয়োজন ?

আলি

এক সুন্দরীকে নিজের আয়ত্বে আন্‌তে আমি তোমার সাহায্য চাই মুসা।

মুসা

মার্জ্জনা কর্ব্বেন জাঁহাপনা—চুরি, জোচ্চুরি, রাহাজানি, খুন, জখম, যা বল্‌বেন জনাব মুসা কোন কাজেই পশ্চাৎপদ নয়—কিন্তু পাপের সেরা পাপ রমণীর সর্ব্বনাশ কর্ত্তে সে একেবারে নারাজ। জাঁহাপনা, একটা অনুরোধ রক্ষা করুন, বাঁদী বাইজী নিয়ে সুলতানী মজ্‌লিস্ দিনরাত গুল্‌জার রাখুন, কেন আপত্তি নেই, কিন্তু কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার উপর কখনও নজর দেবেন না। জেনে শুনে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি কর্ব্বেন না।

আলি

মূর্খ মুসা, সুলতানের কার্য্যে কখনও পাপ হয় না। আমি জান্‌তে চাই, তুমি আমার কার্য্যে সহায়তা কর্ব্বে কি না ?

মুসা

জনাব, যদি অস্বীকার করি—

আলি

তোমার গর্দ্দানা যাবে—

মুসা

[অর্দ্ধস্বগত] গর্দ্দানা যাবে! মালিকের আদেশ পালন কর্ত্তে প্রয়োজন হ'লে বিষপান কর্ত্তে হবে—গোলামিত্বের এইটুকুই বিশেষত্ব!

আলি

মুসা—

মুসা

সহায়তা কর্ব্বো বৈকি জনাব—এমন কাজে সহায়তা কর্ব্বো না! নইলে যে নেমকহারামি করা হবে!

আবহুল্লা

তাহ'লে এসো—আমাদের এখনই প্রস্তুত হ'তে হবে। হাঁ একটা কথা, যাবার সময় যা'তে কেউ চিন্‌তে না পারে তার জন্য মুখোস পর্‌তে হবে।

মুসা

তোফা!

[আলি আলম্ চলিয়া গেল। আবহুল্লা প্রভৃতি মুসাকে মুখোস পরাইয়া দিল]

মুসা

কিছু যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না চাঁদ?

আবহুল্লা

কোন চিন্তা নেই, আমার হাত ধর।

চতুর্থ দৃশ্য

মুসার গৃহ সম্মুখস্থ পথ

[দ্বার খুলিয়া ফতিমা বাহিরে আসিল]

ফতিমা

বাপ্ কি ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার : কোলের মানুষটী পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এই অন্ধকারে কি পথে বেরুতে কেউ সাহস করে? উঃ পিরীতের কি কসুনি বাবা! কখন্ তাকে বাড়ীর ব'র ক'রে দিয়েছি—এখন বল্লে- কিনা "তিনি চলে গেলেন কিনা দেখে আয়।"—বলি যখন বিদেয় ক'রে দিলে তখন কি সে এখনও আনাচে কানাচে ঘাপ্টী মেরে বসে আছে? অন্ধকারে গা'টা ছম্ ছম্ কচ্ছে—দূর্ গোকৃগে ছাই আর যাবনা।

[উপরে গবাক্ষ পার্শ্বে বসিয়া আমিনার গীত]

পরদেশী পিয়ারা মেরি নিগাহমে দিল চুরায়া।
সরম ভরম লিয়া দিউয়ানা মুঝে বানায়া ॥
নিরালা একেলি রহি নিদ্ লিয়ারে,
খোয়াবে খোগিয়া দিল ক্যায়সে নিসাড়ে ॥
আব্ ঢুঁড়ত ফিরত ম্যায় কাঁহা পিয়া—হা পিয়া ॥

ফতিমা

ওমা! আবার তুমি যে? ধন্যি পিরীত যাহোক!

ফতিমার গীত

পিরীতের নানান্ ভিরকুটী।
কারো প্রাণের হাসি উথ্‌লে ওঠে—
কেউ কেঁদে ভিজায় মাটী ॥

কেউ চেয়ে আশাপথ—
আস্‌বে কখন্‌ হৃদয় রতন পুর্‌বে মনোরথ,
কেউ হাতের মাণিক হারিয়ে ফেলে
কাঁদে আপশোষে ধরায় লুটি ॥

আমিনা

তুমি মর।

ফতিমা

তাহ'লে কবরের আয়োজন কর্ব্বে চল!

[উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল]

মুখোস্‌ পরিয়া মুসা, আবদুল্লা ও আলিখাঁর প্রবেশ

মুসা

এই রকম কাণামাছি খেল্‌তে খেল্‌তে আর কতদূর যেতে হবে চাঁদ?

আবদুল্লা

বড় বেশী দূর নয়, আর পা কতক গেলেই তাদের বাড়ী।

[মুসা জানালার নীচে দাঁড়াইলে আলি খাঁ একখানি মই আনিল]

ইসুফ

এই মইখানা ধ'রে দাঁড়াও। আমরা এখনি আসছি। যতক্ষণ না আসি [illegible]ান থেকে ন'ড়ো না।

[মুসা মই ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইসুফ প্রভৃতি তাহাতে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল ও অনতিবিলম্বে মুখবদ্ধ আমিনাকে লইয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল]

মুসা

আর কতক্ষণ দাঁড়াব? এইখানে বসি।

[নেপথ্যে ফতিমার আর্ত্তনাদ]

মুসা

কার আর্ত্তনাদ শুনলুম? যেন কণ্ঠস্বর খুবই পরিচিত! এ কোথায় নিয়ে এল এরা? তবে কি--তবে কি—দেখি—দেখি—

[মুখোস খুলিয়া ফেলিল]

এ যে আমারই বাড়ী—

[দ্বার সমীপে গমন করিয়া]

আমিনা—আমিনা—ফতিমা—ফতিমা—

[বেগে গৃহমধ্যে গমন করিল এবং হস্তপদবদ্ধ ফতিমাকে বাহিরে আনয়ন করিল]

বল্ সয়তানী, আমার কন্যা কোথায়?

ফতিমা

আমিনাকে ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গেছে।

মুসা

ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গেছে—না—না আমিই তাকে সয়তানদের হাতে তুলে দিইছি। নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে ছিন্ন করেছি। ওঃ—হো—হো—বৃদ্ধ—বৃদ্ধ, দেখে যাও, তোমার তীব্র অভিশাপবাণী কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে! তোমার মত আমিও আজ গগনভেদী হাহাকার কচ্ছি। চমৎকার প্রতিশোধ—চমৎকার প্রতিশোধ!

তৃতীয় অঙ্ক

[প্রাসাদের একাংশ—বিলাস-কক্ষের সম্মুখভাগ ; আলিখাঁ, ইসুফ, আবদুল্লা ও নর্ত্তকীগণ ; জনৈক বান্দা সরাব সরবরাহ করিতেছিল।]

নর্ত্তকীগণের গীত

প্রাণের পিয়াসা কভু মিটে না মিটে না।
পলকে নূতন শুধু বাড়াতে যাতনা ॥
যৌবন ঢল ঢল উছল তরঙ্গে
লীলায়িত রঙ্গে কামিনী অঙ্গে,
এ সুখ-বারিধি, নহে নিরবধি—
সে শোভা মিলাবে রবে না রবে না ॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

মত্তাবস্থায় আলি আলমের প্রবেশ

আলি

সেই সব পুরাণো—একঘেয়ে, কিছু নূতনত্ব নেই ; ইসুফ—

ইসুফ

জনাব—

আলি

সেই নবাগতা সুন্দরীকে এইবার নিয়ে এস।

ইসুফ

জনাবের আদেশের অপেক্ষায় এখনও তাকে হুজুরে হাজির করা হয় নি।

[প্রস্থান

আলি

আবদুল্লা !

আবদুল্লা

জনাব—

আলি

সেই বন্দী সেখজীকে নিয়ে এস । [আবদুল্লার প্রস্থান

রক্ষী-বেষ্টিত ওমার ও আবদুল্লার পুনঃ প্রবেশ

ওমার

সয়তানের লীলাক্ষেত্রে আমায় আবার কি জন্য আন্‌লি গোলাম ?

আলি

আমারই আদেশে সেখজী । সেখজী, আমি তোমায় চিন্তা কর্ব্বার জন্য এক সপ্তাহ সময় দিয়েছিলুম—আজ আমি উত্তর চাই ।

ওমার

কন্যাপহারী দস্যু, আমার উত্তর এই যে, লম্পট সয়তানের কাছে সেখ ওমার কখনও মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্ব্বে না—প্রাণান্তেও না ।

আলি

তাহ'লে শূলদণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও বৃদ্ধ ।

ওমার

নীচ জহ্লাদের হাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে আমি সেইদিন হ'তেই প্রস্তুত হ'য়ে আছি সয়তান ।

আলি

বৃদ্ধ কুক্কুর, এখনও দম্ভ ! নিয়ে যা বৃদ্ধ সয়তানকে, আজই শূলে চড়িয়ে দিবি—আজই অপরাহ্নে—

ওমার

সাহান্‌সা সুলতান, তোমার এ করুণার জন্য তোমায় সহস্র সহস্র ধন্যবাদ।

[প্রহরীগণ ওমারকে লইয়া গমনোদ্যোগ করিল]

আলি

তা'হ'লে বৃদ্ধ, এ মৃত্যু তোমার পক্ষে সুখমৃত্যু। না—তা'হ'লে এ শাস্তি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রক্ষী—

[ওমারকে লইয়া রক্ষীগণের প্রত্যাবর্ত্তন]

আমি এখনই বাঁদীদের আদেশ দিচ্ছি, তারা অবিলম্বে এই বৃদ্ধের কন্যাকে এইখানে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখ্‌বে। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় বৃদ্ধকে এইখান দিয়ে নিয়ে যাবি। দেখি, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মলিন বদন, আরক্ত নয়ন, আর দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখে বৃদ্ধের প্রাণে বাঁচ্‌বার সাধ হয় কি না।

ওমার

দোহাই সুলতান, আমি নতজানু হ'য়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, একবিন্দু করুণা ভিক্ষা চাইছি—এতটা নিষ্ঠুর হ'য়ো না—দয়া কর—দয়া কর—

আলি

হা—হা—হা—দয়া! সুলতান আলি আলম্‌ সাহেবের অভিধানে 'দয়া' শব্দ নেই। এইবার তোমার উপযুক্ত শাস্তি নির্ব্বাচন করেছি। যাও, নিয়ে যাও।

ওমার

দোহাই সুলতান, একটুখানি করুণা—একটুখানি করুণা—

আলি

হা—হা—হা— !

[আলি আলমের প্রস্থান

[প্রহরীগণ ওমারকে লইয়া গেল]

অগ্রে ইস্থফ, পশ্চাতে দুইজন প্রহরী ও আমিনার হাত ধরিয়া দুইজন বাঁদীর প্রবেশ

[ইস্থফের ইঙ্গিতে বাঁদীদ্বয় চলিয়া গেল। আমিনা গমনোদ্যোগ করিলে প্রহরীরা তাহাকে বাধা দিল]

আমিনা

[ইস্থফের পদতলে পড়িয়া] ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও—

ইস্থফ

ছেড়ে দেব ব'লে ত তোমায় এখানে আনা হয়নি সুন্দরী। কোন চিন্তা নেই সুন্দরী—এখানে তুমি বেগমের আদর পাবে।

আমিনা

ওগো না গো না—দরিদ্রের কন্যা আমি, দারিদ্র্যই আমার সুখের। দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দাও—

আলি আলমের প্রবেশ

আলি

[সবিস্ময়ে] এ কি !

[আলি আলম্ আমিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল কিন্তু আমিনা ধীরে ধীরে পশ্চাতে সরিয়া যাইতে লাগিল। ইস্থফ আমিনার মুখের আবরণ খুলিয়া দিল]

আলি

তুমি—

আমিনা

আপনি—আপনি এখানে ?

আলি

বিস্ময়ের কোন কারণ নেই সুন্দরী—উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ দুনিয়ার সর্ব্বত্র বিচরণ করে।

আমিনা

[আলি আলমের পদতলে পড়িয়া] দোহাই আপনার, আপনি আমায় রক্ষা করুন, এই সয়তানেরা আমায় জোর ক'রে ধ'রে এনেছে।

আলি

ভয় নেই সুন্দরী, আমি বর্ত্তমান থাকৃতে কারও সাধ্য নেই যে তোমার গায়ে হস্তার্পণ করে।

[আলি আলম্ ইঙ্গিত করিবামাত্র ইসুফ প্রভৃতি সকলে প্রস্থান করিল]

আমিনা

[উঠিয়া] খোদা আপনার মঙ্গল করুন; তাহ'লে এইবার মেহেরবাণী ক'রে আমায় গৃহে পাঠিয়ে দিন।

আলি

সে জন্য চিন্তা কেন আমিনা ? কোন ভয় নেই তোমার। তোমার শুষ্ক মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, আগে পানাহার কর।

[ইঙ্গিত করিবামাত্র বান্দা আহার্য্য ও পানীয় লইয়া আসিল এবং উহা আমিনার সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিল]

আলি

সঙ্কোচ কেন আমিনা ? পানাহারে ক্ষুৎপিপাসা দূর কর—

[কম্পিতহস্তে আমিনা পানীয় গ্রহণ করিল]

আমিনা

আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিন [পান পাত্র রাখিয়া] আপনি জানেন না, আমার অদর্শনে আমার স্নেহময় পিতা কতখানি ব্যাকুল হচ্ছেন। অন্ধের যষ্টির মত এ বৃদ্ধ বয়সে আমিই তাঁর একমাত্র অবলম্বন ; আমায় দেখ্‌তে না পেলে তিনি প্রাণে বাঁচ্‌বেন না। দোহাই আপনার, আপনার পায়ে পড়ি দয়া ক'রে আমায় গৃহে পাঠিয়ে দিন—

আলি

কেন বৃথা উৎকণ্ঠিতা হচ্ছো আমিনা, তোমার সৌভাগ্যে তোমার পিতা কখনও অসুখী হবেন না।

আমিনা

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানিনা, তবে এমন সৌভাগ্যও বাঞ্ছনীয় নয়। আপনি দয়া ক'রে আমায় গৃহে পাঠিয়ে দিন—

আলি

তুমি জান না আমিনা, আমি তোমায় কত ভালবাসি—

আমিনা

যদি যথার্থ ভালবাসেন—তাহ'লে দয়া করুন—আমাকে আমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিন—

আলি

তা কি হয় আমিনা, তুমি হয়ত জান না—তোমায় ভালবাসি ব'লে তোমায় লাভ কর্ত্তে আমি কি না করেছি। তোমায় দেখ্‌বো বলে তোমার আশা-পথ চেয়ে দরগার পথে দাঁড়িয়ে কত অপরাহ্ন অতিবাহিত

করেছি। তা হয় না আমিনা—সমগ্র দুনিয়া প্রতিকূলে দাঁড়ালেও আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্ব্বো না।

আমিনা

ভালবাসেন? ভালবাস্‌লে কখনও এতটা নিষ্ঠুর হ'তে পার্ত্তেন না। দোহাই আপনার, একটা ভিক্ষা—দীনা সহায়হীনা বালিকাকে দয়া ক'রে একটা ভিক্ষা দিন—শুধু একবার—একটাবারের জন্য আপনি আমায় আমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি—অবিলম্বে আমি আমাদের পরিণয়ের জন্য পিতার অনুমতি নিয়ে ফিরে আস্‌বো।

আলি

পরিণয়! হা—হা—হা! অবোধ নারি, তুমি কি মনে কর আমি এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন যে তোমার ন্যায় এক অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকার সঙ্গে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কর্ব্বো?

[আলি আলম্‌ গমনোদ্যোগী হইলে আমিনা একটু চিন্তা করিয়া তাহার পশ্চাতে কিয়দ্দুর ছুটিয়া গেল]

আমিনা

ভাল, পরিণয়ে যদি আপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়—

[আলি আলম্‌ চলিয়া গেল। আমিনা ফিরিয়া আসিয়া পলায়ন উদ্দেশ্যে মুক্ত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র সহসা আবদুল্লা দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, অপর দিক্‌ হইতে ইসুফও আমিনাকে ঐরূপে বাধা দিল।]

আলি আলমের প্রবেশ

আমিনা

ভাল, পরিণয়ে যদি আপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, প্রয়োজন নেই। কিন্তু পাপ প্রস্তাব কর্ব্বেন না।

আলি

আমিনা, তোমার এ মৃদু ভৎর্সনায় আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষার আগুন আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠেছে; শোন আমিনা, তোমার আনিন্দ্য-সুন্দর রূপ আমায় উন্মত্ত করেছে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার প্রমোদ-সঙ্গিনী না হও, আমি বল প্রকাশেও কুণ্ঠিত হ'ব না। [মদ্যপান করিল] যদি ভাল চাও ত এসো—আমার কাছে এসো।

আমিনা

স'রে যা ছদ্মবেশী সয়তান—স'রে যা, আমায় স্পর্শ করিস্ নি। [আবদুল্লার নিকটে গিয়া] আপনি আমায় দয়া করুন, আমায় উদ্ধার করুন—[আবদুল্লাকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ দেখিয়া] তবে কি রাজ্য অরাজক? সয়তানের অমানুষিক অত্যাচার দমন কর্ত্তে কেউ নেই?

আলি

কেউ নেই, আমিনা, কেউ নেই! সুলতান আলি আলম্ সাহের বিরুদ্ধে একটী মাত্র অঙ্গুলি সঞ্চালন কর্‌তে কেউ নেই।

আমিনা

তবে কি আমার নির্য্যাতনকারী সয়তান—সুলতান স্বয়ং?

আলি

এখন বুঝ্‌তে পেরেছ আমিনা, তুমি কোথায়? আর সুলতান তোমার নির্য্যাতনকারী নয়—তোমার রূপমুগ্ধ—তোমার অনুরাগী।

আমিনা

(নতজানু হইয়া) সাহানসা সুলতান, সমগ্র প্রজার রক্ষাকর্ত্তা আপনি, পালনকর্ত্তা আপনি, এই দীনা সহায়হীনা বালিকার উপর এতটা নিষ্ঠুর হবেন না—দয়া করুন—

আলি

আমার নিষ্ঠুরতা কোথায় দেখ্‌লে সুন্দরী ? আমি ত তোমারই প্রেমের দ্বারে ভিক্ষুক—ভিক্ষা দাও—

[আমিনার হস্ত ধারণোদ্যোগ]

আমিনা

স'রে যান—স'রে যান; আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না।

আলি

আমার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিশ্বরী হবে তুমি,—আমিনা, আমি তোমায় রাণী কর্ব্বো। আমার প্রতি প্রসন্ন হও—

[আমিনার হস্ত ধারণ]

[আলি আলম্ আমিনার হস্ত ধারণ করিবামাত্র ইস্থফ ও আবদুল্লা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া চলিয়া গেল, বান্দাও প্রস্থান করিল]

আমিনা

না—না—তা' হয় না—হ'তে পারেনা। সুলতান, তোমার ঐশ্বর্য্যে আমি পদাঘাত করি ! [আপনাকে মুক্ত করিয়া] দীন দরিদ্রের কন্যা আমি দারিদ্র্যই আমার সুখ—দারিদ্র্যই আমার শান্তি।

[আলি আলম্ আমিনাকে ধরিতে গেল, আমিনা ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল]

আমিনা

ওগো কে কোথায় আছ রক্ষা কর—

আলি

কেউ নেই আমিনা—কেউ নেই—

[আমিনা সম্মুখের যে মুক্তদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল তাহাই বহির্দ্দেশ হইতে বন্ধ হইয়া গেল]

আমিনা

সয়তানের হাতে নারীর ধর্ম্ম যায়, সর্ব্বস্ব যায়—কে আছ রক্ষা কর—

[ভীতিবিহ্বলা আমিনা সম্মুখের কক্ষে প্রবেশ করিল।]

আলি

বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিনী, কোথায় পালাবে?

[আমিনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষে প্রবেশ করিতেই কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইল।]

ইস্থফ, আবছুল্লা ও আলিখাঁর প্রবেশ

ইস্থফ

দেখ্‌লে আবছুল্লা, দেখ্‌লে আলি খাঁ কেমন চমৎকার প্রতিশোধ!

[আবছুল্লা ও আলিখাঁ উচ্চহাস্য করিল]

ইস্থফ

কুঁজো সয়তান বোধ হয় এখনও টের পায় নি।

আবছুল্লা

বেটা যখন টের পাবে তখন কি মজাটাই না হবে!

আলিখাঁ

বেটা নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছে বলে আপশোষে নিজের গালে মুখে চড়াবে।

ইস্থফ

আমরাও তাই চাই, বেটার দম্ভ ভাঙ্‌বে।

আলিখাঁ

আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমার বিশ্বাস সে আমাদের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে কখনই ছাড়বে না।

আবহুল্লা

সুলতান সহায় থাকতে ওর মত একটা ক্ষুদ্র মুষিক আমাদের কি অনিষ্ট কর্ত্তে পারে ?

আলিখাঁ

কিছু না—কিছু না—

ইসুফ

চুপ, কুঁজো বেটা এইদিকেই আস্‌ছে—

আবহুল্লা

এলই বা, ওকে আবার ভয় কর্ত্তে হবে নাকি ?

আলিখাঁ

তাবৈকি ও ত আর দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নয়।

মলিনমুখে ধীরে ধীরে মুসার প্রবেশ

মুসা

[স্বগত] এই যে সয়তানের দল দোজাক্ গুল্‌জার্ ক'রে রয়েছে !

ইসুফ

এই যে মুসা, এতক্ষণ আমরা তোমারই অপেক্ষা কর্চ্ছি ?

আবহুল্লা

তোমার এত বিলম্ব হ'ল ? যে ?

মুসা

[স্বগত] সম্মুখে কন্যাপহারী সয়তানের দল—হৃদয়ে শোকের আগুন, অপমানের অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত হৃদয়টা জলে যাচ্ছে অথচ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মুখ ফুটে কিছু বল্‌বার যো নেই—নীরবে সমস্ত সহ্য ক'রে হাসিমুখে সয়তানদের সম্ভাষণ কর্ব্বো। [প্রকাশ্যে] আমার কন্যাকে ডাকাতে নিয়ে গেছে—তাই এতক্ষণ তারই অনুসন্ধান কর্‌ছিলুম—

মুসার কন্যা! অসম্ভব। হয় ত আর কেউ হবে, তার কথা মুসা আমাদের কাছে প্রকাশ কর্ত্তে কুণ্ঠিত হচ্ছে। আমরা ত বরাবর জানি, মুসার তিনকুলে কেউ নেই। আজ আবার কন্যা এল কোত্থেকে?

মুসা

জাহান্নম থেকে। কন্যাপহারী সয়তানের দল্, বল্ আমার কন্যা কোথায়?

ইসুফ

উন্মাদ! তোমার আবার কন্যা কোথায়?

মুসা

কি বল্‌বি নি? [সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া] যদি না বলিস্ ত আমি তোদের কুকুরের মত হত্যা কর্ব্বো।

ইসুফ

এ্যঁা বল কি? তোমার আবার কন্যা আছে নাকি?

আলিখাঁ

উন্মাদ, আবদুল্লা একে এখান থেকে বা'র করে দাও।

ইসুফ

ভাল আপদ! একি বিভ্রাট! তোমার মেয়েকে ডাকাতে নিয়ে গিয়ে থাকে তাদের কাছেই আছে, সেইখানেই যাও—আমাদের বিরক্ত কচ্ছো কেন?

মুসা

না—আমার কন্যা এইখানেই আছে—তোরাই আমার কন্যাকে অপ-হরণ ক'রেছিস্। বল্ সয়তানের দল—এখনও বল্—আমার কন্যা কোথায়?

ইসুফ

ভাল বিরক্ত কর্‌লে ত—কে আছিস্, এই উন্মাদটাকে এখান থেকে বা'র করে দে।

মুসা

ইসুফ, বন্ধু, ভাই, কন্যাশোকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আমি তোমাদের প্রতি রূঢ় হয়েছি, আমায় মার্জ্জনা কর। আমি নতজানু হ'য়ে তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি—দীন ব'লে দয়া কর—শরণাগত বলে দয়া কর। শান্তিহীন জীবনের একমাত্র অবলম্বন আমার হারানিধি কন্যাকে ফিরিয়ে দাও—বিনিময়ে আমি আজীবন তোমাদের ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌বো। দয়া কর—দয়া কর—

আযহুল্লা

বা—মুসা—বা ; তারিফ্ আছে বাবা ! রোদ বৃষ্টি একসঙ্গে দেখিয়ে দিলে !

আলিখাঁ

বিদেয় ক'রে দাওনা ইসুফ—এসে ইস্তক সেই একঘেয়ে ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ !

ইসুফ

দেখ মুসা, এখনও ভাল চাও ত মানে মানে বিদেয় হও—আমাদের বিরক্ত ক'রো না।

মুসা

সয়তানের সহচর তোষামোদপ্রিয় হীন চাটুকারের দল—তোরা কি বুঝ্‌বি, সন্তানের জন্য পিতার প্রাণ কতখানি ব্যাকুল হয়—তোরা কি বুঝ্‌বি কি নিদারুণ অন্তর্দ্দাহে আমি জ্ব'লে পুড়ে মর্‌ছি—তোরা কি বুঝ্‌বি কি অসহনীয় মর্ম্মব্যথায় কাতর হ'য়ে তোদের মত নরপশুদের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে দীন ভিক্ষুকের ন্যায় কন্যা ভিক্ষা করছি—দে—দে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দে—

ইসুফ

পাজী বেয়াদব, বেরিয়ে যা এখান থেকে—[পদাঘাত]

মুসা

[ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া] ইসুফ খাঁ, বেইমান, সাবধান !

মনে করিস নি আজ আমি কন্যাশোকে অধীর ব'লে তুই আমার অনেক উপরে! তা নয় মূর্খ—তোরা দেখ্‌বি আর তোদের পরস্বাপহারী দস্যু সুলতানও দেখ্‌বে বেদুইন মুসা এ অপমানের প্রতিশোধ কি ভাবে নেয়। ও—হো—হো—আমিনা—আমিনা—

[ইস্থফ প্রভৃতি মুসাকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিল]

আমিনা

[নেপথ্যে] বাবা—

[মুসা দরজা পর্য্যন্ত যাইতেই ইস্থফ প্রভৃতি তাহাকে ফিরাইয়া আনিল]

মুসা

ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—সয়তানের দল—

[মুসাকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া ইস্থফ প্রভৃতি চলিয়া গেল। বাঁদীগণ ওমারের কন্যাকে গবাক্ষ সম্মুখে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়া দিল]

প্রহরীগণ সহ ওমারের প্রবেশ

ওমার-কন্যা

বাবা—বাবা—

ওমার

মা—মা—[কন্যার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল কিন্তু বিফল মনোরথ হইল] [বাঁদীগণ ওমারকন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিল]

ওমার

নিয়ে চল—নিয়ে চল সয়তানের নফর, আমায় এখনই এখান থেকে নিয়ে চল। ওহো—হো—নিষ্ঠুর সুলতান! নিষ্ঠুর দুনিয়া! কেউ

...ধর দিকে চাইলে না! এই স্বেচ্ছাচারী সুলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কেউ সাহস কর্লে না! সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের হস্তও আজ নিষ্ঠুর সয়তানকে শাসন কর্ত্তে শক্তিহীন হয়েছে। চল সয়তানের দল, বিলম্ব কর্‌ছিস্ কেন? নিয়ে চল—মৃত্যু দে—এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আর এক লহমাও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা নেই—দে—দে—মৃত্যু দে—মৃত্যু দে—

মুসা

সেখজী আমায় মার্জ্জনা কর—আমায় মার্জ্জনা কর। দেখ সেখজী, তোমার অভিশাপ কেমন অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে! তোমার মত আমিও আজ দুঃসহ মর্ম্মদাহে হাহাকার কর্‌ছি!

ওমার

মুসা—মুসা—কি বল্‌ছ তুমি? তোমার কথা কি সত্য?

মুসা

অতি কঠোর প্রাণঘাতী সত্য সেখজী। চেয়ে দেখ আমার দিকে—দেখতে পাচ্ছ কি তোমার অভিশাপ ব্যর্থ হয় নি?

ওমার

মুসা, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। তোমায় অভিশাপ দিয়ে আজ আমি যথার্থ অনুতপ্ত। খোদা—খোদা! তোমার রাজ্যে কি দুষ্টের দমন হয় না?

মুসা

নিরাশ হ'য়ো না বৃদ্ধ—তুমি হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করগে।

[ওমারকে লইয়া প্রহরীগণের প্রস্থান

আমি এখন মর্ব্বো না। তোমার কন্যার অপমানের প্রতিশোধ, আমার কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি বেঁচে থাকবো। দুনিয়ার অলক্ষণ ধূমকেতুর মত সুযোগ অন্বেষণে দুনিয়া ঘুর্‌বো—রক্ত চাই—রক্ত চাই—সুলতানের টক্‌টকে উত্তপ্ত রক্ত!

চতুর্থ অঙ্ক

অরণ্যপ্রান্তে বেদুইন ছাউনী

গীত গাহিতে গাহিতে বেদুইন পুরুষ ও রমণীগণের প্রবেশ

গীত

পুরুষগণ—

কেয়া মজাদার—কেয়া মজাদার।
(এমন) বেপরোয়া আয়েসি প্রাণ দুনিয়াতে ক'জনার॥
কেমন খাই দাই আর মজা ওড়াই কাজের নামটা নাই,
ফকির বখ্ত উৎরে গেলে, হতাশ প্রাণে তুলি হাই,
তামাক টেনে কাজের খতম্ ধারি না ধার ভাবনার॥

রুস্তম—

আমি সবার উপর টেক্কা মেরে হয়েছি সর্দ্দার,
আমার হাই তুলতেও গা ওঠেনা কাজের কথা কব কি আর।

পুরুষগণ—

কুঁড়েমিতে সবার সেরা খাই দাই আর মজা মারি,
খেটে সারা প্রাণ-পিয়ারী—ওদের মুখ ঝাম্টা মনটা ভারি,
তামাক টেনে কাজের খতম্ ধারি না ধার ভাবনার॥

নারীগণ—

ঐটুকু ভুল পিয়ারার—
পিয়ার লাগি হিয়ার মাঝে
আছে প্রেমের পারাবার॥
মন যোগাতে খাটি খুটি, খেজুর বেচে যোগাই রুটি,
মন দিয়ে হই মনের মত পিয়ারা যে হৃদয়-হার।

হুলীন—

আমার ভাবনা শুধুই তার।
কার পাশে তার মন রয়েছে দেখা পাওয়া ভার।
পথ চেয়ে হা পিত্যেসে, যায় যামিনী আসার আশে,
মুখে জানায় ভালবাসা আমি তার সে আমার।

রুস্তম—

হুজুরের সাম্‌নে হাজির বিরহের কি বাহার।
প্রাণটা ঢেলে দিছি পায়ে তবু হচ্ছি গুণাগার।

সকলে—

ছেড়ে দিয়ে রেষারেষি, হ'য়ে যাক্ মেশামিশি,
খুলে দিয়ে মনের কপাট—
বল তুমি আমার আমি তোমার।

হুলীন

তোরা ভাই আজ বাজারে যা—আমি যাব না। ঘরে যা খেজুর আছে তাতে খোরাকই কুলুবে না, তা বেচ্‌বো কি?

১ম রমণী

বেশ, তাহ'লে তুই থাক, আমরা চল্লুম।

[রুস্তম ও হুলীন ব্যতীত সকলের প্রস্থান

রুস্তম

বলি এমন সুস্থদেহে খোসমেজাজে গোলাম হামেশা হুজুরে হাজির, তবু আবার এ বিরহের গান কেন?

হুলীন

বেআক্কেল গোলামের রোজ্‌নাম্‌চায় যে দু'ঘড়ি গরহাজিরা ওয়াশীল পড়ে গেছে, তার কৈফিয়ৎ দিয়ে অন্যের কৈফিয়ৎ তলব কর্‌লেই ভাল হয় [উপবেশন]

রুস্তম

কসুর মাপ হয় বিবি, বুঝ্‌তে পারিনি যে এই দু'ঘড়ির বিরহেই বিবি-সাহেব অস্থির হ'য়ে বিরহ সঙ্গীত সুরু ক'রে দিয়েছেন। যাক্, যখন দু'তরফা কৈফিয়তের ঝামেলা, তখন কৈফিয়ৎ বাতিল। আচ্ছা দুলীন বিবি, আজ যে বাজারে গেলে না? এ দিকে যে ফুলুস্ মাকু?

দুলীন

ফুলুসের ভাবনা পুরুষে ভাব্‌বে—আমাদের দায় প'ড়ে গেছে!

রুস্তম

আজ তাহ'লে ডান হাত বন্ধ কেমন?

দুলীন

আজ এখন একরকম গোছ্‌গাছ্ ক'রে চ'লে যাবে।

রুস্তম

তাইতো দুলীন!

দুলীন

[উঠিয়া] অমন 'তাইতো' ব'লে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে যে—কি ভাবছো? কোন বিপদ হয় নি ত?

রুস্তম

বিাদ! আমাদের মত গরীবের আবার বিপদ কি?

মুসা ও আমিনার প্রবেশ

মুসা

বিপদ মামাদের মত গরীবেরই হয় ভাই,—তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমি। একমাত্র কন্যার হাত ধ'রে চোরের মত লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, ভিক্ষা ক'রে দিন গুজ্‌রাণ কচ্ছি, আর উন্মুক্ত উদার আকাশের তলে রাত্রি যাপন! সুখের জীবন!

রুস্তম

কে তুমি ?

মুলা

একজন হতভাগ্য, এইটুকুই আমার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট !

রুস্তম

তুলীন, লোকটাকে দেখে আমায় কেমন সন্দেহ হচ্ছে—এ নিশ্চয়ই সুলতানের চর, আমাদের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে একটা ছল ক'রে এসেছে।

তুলীন

মুখ দেখে ত তা মনে হয় না। আচ্ছা, তাই যদি হয়, তাহ'লে কি কর্ব্বি ?

রুস্তম

কর্ব্বো আর কি, জাত ভাইদের ডেকে বেটাকে একেবারে নিকেশ ক'রে দোব। জঙ্গলে কাঠেরও অভাব নেই আর আগুন জ্বাল্‌তেও কৌ দেরী হবে না।

তুলীন

সন্দেহের উপর আগে থেকে ও কথা মুখে আনিস্‌নি। তার চেয়ে আমার কথা শোন, ও যদি পরিচয় না দেয়, ঐ মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা কর—তারপর যা খুসী করিস্।

রুস্তম

মেয়ে মানুষটার সঙ্গে তুই কেন কথা ক'না।

তুলীন

বেশ। তুই ততক্ষণ খাড়ির ধার থেকে গোটাকতক শুকনো কুড়িয়ে নিয়ে আয়।

রুস্তম

তা যাচ্ছি। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] কিন্তু খুব সাবধান, ও যদি সুলতানের চর হয়, ত ফিরে এসে আর তোকে দেখ্‌তে পাব না।

দুলীন

তুই শীগ্‌গির ফিরে আসিস্‌। আমার ভাবনা কিছু ভাব্‌তে হবে না। কাছেই জাত ভাইয়েরা আছে—আর, [রুস্তমের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া] আমাকে কেউ জ্যান্ত এখান থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

[মৃদু হাসিয়া রুস্তম চলিয়া গেল]

দুলীন

[আমিনার প্রতি] হ্যাঁগা, তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছো?

আমিনা

সহর থেকে।

দুলীন

ইনি তোমার কে?

আমিনা

ইনি আমার বাবা—

দুলীন

তোমার বাবা বোধ হয় সুলতানের লোক?

আমিনা

আগে ছিলেন বটে।

দুলীন

ও বাবা! তোমরা বাছা ভাল চাও ত স'রে পড়, নইলে বিপদ্‌ হবে। স'রে পড়—স'রে পড়।

আমিনা

তুমি অমন কর্চ্ছো কেন? আমাদের দেখে কি তোমার ভয় হচ্ছে? আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন?

হুলীন

তোমার বাবা সুলতানের লোক। সুলতানের লোক বড় সর্ব্বনেশে। তোমরা স'রে পড়—স'রে পড়—

মুসা

তুমিও তা জান মা? লোকালয় হ'তে দূরে অরণ্যপ্রান্তে বসেও সেই অত্যাচারী ব্যভিচারী নরপশুর পাশব অত্যাচারের কথা শুনেছ? কিন্তু তোমরা শুধু শুনেছ মা—আর এই ভাগ্যবিতাড়িত নিরাশ্রয় পিতা পুত্রী সে অত্যাচার মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রে আজ তোমাদের দ্বারে এসেছে একটু আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে। যদি আশ্রয় পাই—

হুলীন

আশ্রয় পেলে কি কর্ব্বে?

মুসা

কি কর্ব্বো? এমন তা ঠিক বল্‌তে পারি নে মা। কি কর্ব্বো! কি কর্ব্বো! দুর্ব্বল অসহায় বেদুইন আমরা, আমরা কি কর্ত্তে পারি? কিছু না। এই অসহায়া বালিকার জন্যই একটু আশ্রয়ের প্রয়োজন মা।

হুলীন

তোমরা বেদুইন? আমাদের স্বজাতি? তবে আর কি, কোন চিন্তা নেই, আমরা তোমাদের আশ্রয় দোব। এসো বোন ভিতরে এসো।

[আমিনার হাত ধরিয়া কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইল]

রুস্তমের প্রবেশ

রুস্তম

পরিচয় পেয়েছ তুলীন ?

তুলীন

পেয়েছি। কোন ভাবনা নেই—এরা আমাদের জাত ভাই, বেদুইন !

রুস্তম

তবে এখনও ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন তুলীন ? দেখ্‌ছিস্‌ না, মেয়েটার কচি মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে ; যা—যা মেয়েটাকে ভিতরে নিয়ে যা। [মুসার প্রতি] এস ভাই ভিতরে এস।

[সকলে তাঁবুর মধ্যে গমন করিল]

ইসুফ, আবদুল্লা, আলিখাঁ ও অনুচরগণের প্রবেশ।

ইসুফ

আবদুল্লার যেমন বুদ্ধি ! শুধু শুধু হয়রাণ হওয়া ! তারা কি আর এ মুলুকে আছে যে তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে ?

আলিখাঁ

আহা—হা, এমন সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না মিঞা, আমরা কি আর শুধু তাদের সন্ধানে বেরিয়েছি, সুলতানের মন যোগাতে এদিকেও ত নিত্য নূতন যোগাযোগ চাই, কাজেই এককাজে দু'কাজ হবে।

আবদুল্লা

কিন্তু যেমন ক'রে হোক্‌ মুসার সন্ধান কর্ত্তেই হবে। সে প্রকাশ্যে সুলতানের অবমাননা করেছে।

ইসুফ

আবদুল্লার ঐ একটা গোঁ, সুলতানের অবমাননা করেছে—সুলতান বুঝ্‌বেন। আমরা শুধু শুধু তার জন্য মাথা ঘামাই কেন ?

আলিখাঁ

তবে মুসাকে না হোক মুসার মেয়েটাকে নিয়ে যেতে পারলে সুলতান খুবই খুসি হবেন।

ইসুফ

তাদের সন্ধান পেলে ত নিয়ে যাবে? তার চেয়ে বরং দোস্‌রা চেষ্টা দেখ।

[তাঁবু হইতে দুলীন বাহিরে আসিল]

আলিখাঁ

দেখ্‌ছো ইসুফ, কেয়া খুব্‌সুরৎ নয়ি চিড়িয়া!

ইসুফ

তাইতো!

আবদুল্লা

কিন্তু—

আলিখাঁ

তোমাদের দৌড় বুঝেছি, দাঁড়াও আমি ওর সঙ্গে কথা কইছি। [দুলীনের প্রতি] হ্যাঁগা, এই পথে একজন কুঁজো আর একটা ফুটফুটে মেয়েকে যেতে দেখেছ?

দুলীন

[স্বগত] পোষাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে এরা সুলতানের চর তাদেরই অনুসন্ধান কর্চ্ছে। সয়তানেরা যখন আমাদের খপ্পরে এসে পড়েছে—তখন একবার ওদের ভাল ক'রে শিক্ষা দিতে হবে।

আলিখাঁ

কি চিন্তা কর্চ্ছো সুন্দরী—বল না, দেখেছ কিনা?

দুলীন

ঐ তোমার কথাটাই ভেবে দেখ্‌ছিলুম। মনে হচ্ছে যেন তাদের এই পথেই যেতে দেখিছি; আচ্ছা, তাহাদের সন্ধান নিয়ে তোমাদের লাভ?

আলিখাঁ

সে দুর্ব্বৃত্ত কুব্জ সয়তান সুলতানের অবমাননা করেছে, আমরা তাদের সুলতানের কাছে ধরে নিয়ে যাবো।

দুলীন

তা যাবেই ত, ইস্‌ এতবড় স্পর্দ্ধা তাদের, তারা কিনা দিন দুনিয়ার মালিক সুল্‌তানের অবমাননা করে! নিয়ে যাবে বৈকি, আলবাৎ নিয়ে যাবে। তোমরা যদি আমার পরামর্শ শোন, তাহ'লে আমি তাদের ধর্‌বার উপায় ক'রে দিতে পারি।

আলিখাঁ

এতটা মেহেরবাণী কর্ব্বে বিবি?

দুলীন

কর্ব্বো না? দিন দুনিয়ার মালিক শাহান্‌সা সুলতানের অবমাননা! তোমরা তাহ'লে ঐ তাঁবুটায় একটু অপেক্ষা কর, এখানকার পথ ঘাট ত চেন না, আমি তাদের সন্ধান নিয়ে এলুম ব'লে।

[দুলীন তাঁবুর মধ্যে গমন করিল]

আলিখাঁ

তারিফ্‌ কর ইসুফ—আমার বুদ্ধির তারিফ্‌ কর। মুসার কন্যা ত আছেই। তার উপর এ সুন্দরীও হাত ছাড়া হবে না—এসো চলে এসো।

[সকলের প্রস্থান

[মুসা ও রুস্তম তাঁবু হইতে বাহিরে আসিল]

রুস্তম

এখানে তোমার কোন চিন্তা নেই ভাই! আমার সম্বল এই ক্ষুদ্র ডেরা, এ তুমি নিজের মনে ক'রে স্বচ্ছন্দে থাক। দুষমণ তোমাদের পিছু নিয়ে এখানেও এসেছে। এখানে থাক্‌তে তোমাদের কোন আশঙ্কার কারণ নেই। তোমরা আমাদের জাত ভাই, তোমাদের রক্ষা কর্ত্তে আমরা প্রাণ দোব।

মুসা

আমাদের জন্য তোমরা এতটা কর্ব্বে?

রুস্তম

কর্ব্বো না? তোমরা যে আমাদের জাত ভাই!

[দুলীন তাঁবু হইতে বাহিরে আসিল]

দুলীন

[রুস্তমের প্রতি] তুই এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস্‌?

রুস্তম

তুই এগিয়ে যা, আমি মরদ্‌দের নিয়ে এলুম বলে।

[রুস্তমের প্রস্থান

[দুলীন গমনোদ্যত হইলে আমিনা তাঁবু হইতে বহিরে আসিল]

আমিনা

তুমিও যাবে? কোথায় যাবে?

দুলীন

বল্লুম যে, দুষমণ তোমাদের পেছনে, তোমাদের সন্ধান বলে দিতে আমি তাদের কাছে যাচ্ছি।

আমিনা

এ্যাঁ!

মুসা

সয়তানী—

হুলীন

ভয় নেই, ভয় নেই বোন, বেদুইন কখনও জাত ভাইয়ের সঙ্গে বেইমানি করে না। আমি যাচ্ছি তোমাদের দুষমণদের জাহান্নমে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্ত্তে।

[প্রস্থান

আমিনা

[বসিয়া] বাবা—

মুসা

কেন মা!

আমিনা

বাবা, আমার বড় ভয় হচ্ছে—এরা যদি বেইমানি করে?

মুসা

সে ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে মুছে ফেল মা, বেদুইন অসভ্য হ'লেও জাতীয় ধর্ম্ম কখনও নষ্ট কর্ব্বে না।

আমিনা

যাক্, একটা ভাবনা গেল, কিন্তু তুমি দিন দিন এমন হচ্ছো কেন বাবা?

মুসা

কি হয়েছি? এখনও কিছুই ত হইনি। হীন চোরের মত দিন রাত অন্ধকারে লুকিয়ে আছি, পেটের দায়ে পরের দোরে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছি—দুর্ব্বৃত্ত সয়তানের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছি, তবুও জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্ কি হয়েছি?

আমিনা

কাজ নেই বাবা আর প্রতিশোধ নিয়ে, চল বাবা, আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই, অত্যাচারী পাপীর শাস্তি খোদা দেবেন।

মুসা

আমিনা, তুই কি আমার কন্যা ?

আমিনা

এ কথা কেন বল্ছো বাবা ?

মুসা

কেন বল্ছি, আমার কন্যা কখনও তার পিতার অবমাননাকারীকে ক্ষমা করে না। আর যে নরপশু তার নারীত্ব, তার ধর্ম্ম, তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে—সেই অত্যাচারী সয়তানের অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে কখনও নিশ্চিন্ত থাকে না। না, তুই আমার কন্যা ন'স্—আমার কন্যা মরেছে।

আমিনা

সত্যি বাবা, তোমার কন্যা মরেছে। যে হতভাগিনীর জন্য তার পিতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল !

মুসা

আমিনা, হতভাগিনী কন্যা আমার, কাঁদছিস্ মা ? কাঁদ—কাঁদ—চীৎকার ক'রে কাঁদ, কিন্তু—তোর কান্না কেউ শুন্‌বে না, বোধ হয় ঈশ্বরও নয়। তাই আমি কাঁদি না—বুকখানা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেলেও এতটুকু কাঁদবো না। আমার অশ্রুর উৎস শুকিয়ে গিয়েছে। সমস্ত অন্তরটা জুড়ে আছে শুধু প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা ! ওঃ—

আমিনা

বাবা—বাবা—

মুসা

এঁ্যা—

আমিনা

বাবা—

মুসা

কেন মা ?

আমিনা

অমন কর্চ্ছো কেন বাবা, তোমায় দেখে যে আমার বড় ভয় হচ্ছে বাবা !

মুসা

ভয় কি মা, আমি যে তোর পিতা ।

আমিনা

তোমার অবস্থা দেখে আমার বড় ভয় হচ্ছে বাবা, কাজ নেই আর প্রতিশোধ নিয়ে—

মুসা

কেন তুই আমায় বার বার নিষেধ কচ্ছিস্ আমিনা ? আমি তোর কথা শুন্‌বো না—প্রাণান্তেও নয় । মুসা কখনও তার কন্থার অবমাননা-কারীকে মার্জ্জনা কর্ব্বে না ।

আমিনা

আমরা দুর্ব্বল—অসহায়, একটা রাজ্যেশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আমাদের শক্তি কই বাবা ?

মুসা

লৌহের মত দৃঢ় এই হাতখানাতে যতক্ষণ ছুরি ধর্‌বার শক্তি থাকবে ততক্ষণ—[সহসা চমকিত হইয়া] আমিনা—

আমিনা

বাবা—

মুসা

আমিনা, এই ছুরিখানা নে, কিন্তু সাবধান, এ বেদুইনের হাতের ছুরি—যেন এর মর্য্যাদা নষ্ট না হয়। আমি বড় ক্লান্ত—একটু বিশ্রাম করিগে।

[ধীরে ধীরে তাঁবুর মধ্যে গমন করিল]

আমিনা

ধিক্—ধিক্ আমাকে! যে আমার পিতার অবমাননা করেছে, আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমি তাকে এখনও ভুলতে পাচ্ছিনি। আমার জন্য আমার স্নেহময় পিতা কি ছিলেন আর কি হয়েছেন! আমি ভুলবো—নিশ্চয় ভুলবো। আর এই বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ! যে পুরুষ সহায়হীনা অবলাকে হাত ধরে টেনে বেহেস্ত হ'তে জাহান্নমে নামিয়ে দেয়, সেই অত্যাচারী নরপশুর অত্যাচারের যোগ্য প্রতিশোধ!

[মুসা ক্ষিপ্রপদে তাঁবু হইতে বাহিরে আসিল]

মুসা

আবার বল্ আমিনা—আবার বল প্রতিশোধ!

আমিনা

হ্যাঁ বাবা, প্রতিশোধ!

মুসা

ব্যভিচারী সয়তানের তপ্তরক্ত!

আমিনা

সয়তানের তপ্তরক্ত।

মুসা

তাহ'লে প্রস্তুত হ' আমিনা,—এখনই যাত্রা কর্ত্তে হবে—

আমিনা

এখনই ?

মুসা

হাঁ৷ এখনই—এই মুহূর্ত্তে—

আমিনা

তুমি যে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ বাবা, একটু বিশ্রাম কর্ব্বেনা ?

মুসা

বিশ্রাম ! অত্যাচারী সয়তান বেঁচে থাকতে বিশ্রাম ! না আমিনা, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

আমিনা

কোথায় যাবে ?

মুসা

তা বলতে পারিনা—প্রয়োজন হ'লে জাহান্নমে যেতে হবে।

মশাল হস্তে, হাসিতে হাসিতে রুস্তমের প্রবেশ

রুস্তম

হা—হা—হা।

মুসা

ওকি ! হাসছো যে ?

রুস্তম

তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, তোমাদের দুষমণ ইঁদুর কলে পড়েছে।

মুসা

তোমার কথা ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না?

রুস্তম

আমাদের দুষমণকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে আমরা এই পল্লীসীমান্তে বারুদভরা একটা খানা কেটে তার উপর এই রকম তাঁবু ফেলে রেখেছি। বাইরে থেকে দেখ্‌তে ঠিক এম্নি তাঁবু। তারা নিশ্চিন্ত হয়ে সেইখানে বিশ্রাম কচ্ছে, এখন শুধু আগুন লাগিয়ে দেওয়া—ব্যস!

মুসা

বটে! বল্‌তে পার তারা ক'জন?

রুস্তম

সর্ব্বশুদ্ধ পাচজন।

মুসা

কি নাম বলেছিল?

রুস্তম

আলি খাঁ, আবদুল্লা, ইয়ুফ আর দু'জন অনুচর—

মুসা

হা—হা—হা—বন্ধু মশাল আমায় দাও—মশাল আমায় দাও।

[রুস্তম মুসার হস্তে মশাল দিল, মুসা তাহা লইয়া পূর্ব্বোক্ত তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ করিতে গেল]

ইয়ুফ

[নেপথ্যে] সয়তানী—সয়তানী—মুসা, ভাই, আমাদের বাঁচাও—

মুসা

[নেপথ্যে] হা—হা—হা—

মুসার প্রবেশ

মুসা

চমৎকার প্রতিশোধ—হা—হা—হা—

আমিনা

বাবা! [মুসার হাত ধরিল]

মুসা

চমৎকার প্রতিশোধ! চমৎকার প্রতিশোধ!!

পঞ্চম অঙ্ক

সমুদ্রতীরবর্ত্তী সরাই

[দ্বিতল গৃহের উপরের কক্ষে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি গবাক্ষ-পথ দিয়া দেখা যাইতেছিল। নীচে হলঘর। একপার্শ্বে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি। হলঘরের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী রাস্তা সমুদ্রের দিকে গিয়াছে। দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। সময় সন্ধ্যা। হলঘরের একপার্শ্বে গোলাম রসুল করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া ভাবিতেছিল। সহিদা দ্বিতল হইতে আলোক হস্তে নামিয়া আসিল ও হলের আলোক গুলি একে একে জ্বালিয়া দিল; পরে রসুলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।]

সহিদা

এমন ভর্ সন্ধ্যাবেলা গালে হাত দিয়ে কি ভাবছো দাদা?

গোলাম রসুল

ভাব্‌বো আর কি? এ কারবারের অবস্থা যে রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাতে দেখছি এবার সদর রাস্তায় দাড়িয়ে প্রকাশ্যভাবে রাহাজানি না কর্‌লে আর পেট চলবে না। ক'দিন থেকে ত খদ্দের পত্তরের নাম গন্ধ নেই। কুঁজো মিঞা যা দিয়েছিল তাও খতম্ হ'য়ে গেল। এখন পেট চল্‌বে কিসে?

সহিদা

সত্যি কথা বল্‌তে গেলে হয়ত রাগ কর্ব্বে—কারবারের অবস্থা যে এত হীন হ'য়ে পড়েছে শুধু তোমারই জন্য।

গোলাম

আমার জন্য ?

সহিদা

তোমার জন্য নয় ? তোমার ব্যবহারের গুণে খদ্দের আর এমুখো হ'তে চায় না।

গোলাম

মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কিনা ? বলি আমাদের কারবারের উদ্দেশ্যই ত তাই। গুপ্তভাবে লোকের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা। হ'ল না ত দু'পাঁচ দিন কিছুই হ'ল না। আবার যেদিন হ'ল—বেশ থোক্ থাক্ হাতে এল। এ কারবারের মজাই এই।

সহিদা

খুব মজা !—মাঝে মাঝে ভিক্ষাও বাদ যায় না !

গোলাম

বড় লম্বা লম্বা কথা কইতে শিখেছিন্ যে সহিদা ?

সহিদা

বলেছি ত সত্যি কথা বল্‌তে গেলেই তুমি রাগ কর্ব্বে। কারণ সত্য সাধারণতঃ লোকের অপ্রিয়ই হ'য়ে থাকে।

গোলাম

যা—যা—বেশী বকিস্‌নি।

[সহিদা সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল]

সহিদা

আচ্ছা, দাদা—

গোলাম

[সস্নেহে সহিদার মাথায় হাত দিয়া] বুঝেছি ; তুই বল্‌তে চাস্ কারবারটা বন্ধ ক'রে দিই, কেমন ? তা হয়না সহিদা ।

[সহিদা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

যুগধর্ম্মে লোকের স্বভাবের ধারা বদলে গেছে । নিরীহ দীন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যাদের হাত ওঠেনা—ঠকের কাছে ঠক্‌বার জন্য তারাই এখন মুক্তহস্ত । যাই—একবার সমুদ্রের দিকটা ঘুরে আসি, দেখি যদি খদ্দের খবর পাই ।

[গোলাম রসুল চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় সহিদা তাহার জন্য কফি প্রভৃতি লইয়া আসিল । কিন্তু রসুল তাহা লক্ষ্য না করিয়াই চলিয়া গেল । সহিদা পাত্রাদি রাখিয়া দিয়া সেইখানে বসিল]

সহিদা

কি দুঃখময় জীবন আমার, তুচ্ছ উদরান্নের জন্য কি না কচ্ছি !

গীত

আমার মরম দুয়ার সদাই রুদ্ধ তবু বলি আমি ভালবাসি ।
আকুল হৃদয় বেদনা-ভারে তবু মলিন মুখে ফুটাই হাসি ॥
লালসা জাগাতে চটুল চাহনী বচনে অমিয়ধারা,
(আমার) প্রেমের উৎস চিরনিরুদ্ধ তবু তার প্রেমে মাতোয়ারা,
তৃষিত প্রেমিক সকাশে প্রেম মরিচীকারূপ পরকাশি ॥

[গাহিতে গাহিতে সহিদা উপরের কক্ষে চলিয়া গেল]

ছদ্মবেশী আলি আলমের প্রবেশ এবং
পশ্চাৎ হইতে গোলাম রসুল প্রবেশ
করিয়া আলি আলমকে দেখিয়া
অভিবাদন করিল

আলি

আমি সমুদ্রতীরে বসে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছি। সঙ্গীতের উৎপত্তি স্থান অনুসন্ধান কর্ত্তে এইখানে এসে পড়েছি। কে সেই সুকণ্ঠী সুন্দরী?

গোলাম

জনাবের বড় মেহেরবাণী। জনাবের যদি অভিলাষ হয়, গোলাম সে সুকণ্ঠী সুন্দরীকে দেখাবে। গান শুনতে চান, গানও শোনাবে। তাছাড়া জনাবালি, সে সুন্দরী শুধু সুকণ্ঠী নয়, অপূর্ব্ব নৃত্য পটিয়সী। যদি জনাবের অনুমতি হয়, গোলাম তার নাচও দেখাবে। এখন জনাবের কি প্রয়োজন?

আলি

অন্য প্রয়োজন পরে, তুমি আগে সে সুন্দরীকে দেখাও।

গোলাম

সেকি জনাবালি, মস্কটের উমদা খেজুরের সরাব একটু—

[রসুল পানপাত্র দিতে অগ্রসর হইল]

আলি

[পানপাত্র লইয়া] যাও, তুমি সেই সুকণ্ঠী সুন্দরীকে নিয়ে এস।

গোলাম

যেতে কোথাও হবেনা হুজুরালি, এক তুড়িতে তাকে হুজুরে হাজির ক'রে দিচ্ছি।

[গোলাম রসুল ইঙ্গিত করিবামাত্র সহিদা নৃত্য করিতে করিতে উপরের কক্ষ হইতে নীচে নামিয়া আসিল।

আলি

[সহিদার নৃত্য শেষ হইলে] থাম্‌লে কেন সুন্দরী, নাচ—আবার নাচ। গাও—

[সহিদা পুনরায় নৃত্য করিতে লাগিল ; সহসা মেঘগর্জ্জন শুনিয়া সহিদা চমকিত হইল]

আলি

ও কি! মেঘগর্জ্জন! ভয় কি সুন্দরী আমার কাছে এসো—
[সুরে] গান ত্যজ লো চাঁদবদনী—

সহিদা

এই যে তুমিও ত দিব্বি গাইতে জানো, তুমিই না হয় গাও না।

আলি

তোমার ঐ বুল্‌বুলের মত মিঠা গান শুন্‌তে কত—কতদূর হ'তে এসেছি সুন্দরী—গাও—আশা দিয়ে বঞ্চিত ক'র না—

সহিদা

[আলি আলমের পার্শ্বে বসিয়া] তুমি আমীর, আমি গরিব, কাজেই তোমার হুকুম আমি তামিল কর্ত্তে বাধ্য। তবে আপশোষের বিষয় এই যে, আমীর কখনও দরদী হয় না।

গীত

দিল্‌কা দরদ্ কোন্ জন্‌নে ওয়ালে দরদ্ জিস্‌কা উও জানে।
ছিপা হুয়া আগ্ জিগর্ জ্বালাওয়ে, বেদরদী না পহ্‌ছানে॥
হসিনা আপ্‌না সুরৎ পরকো দেখাতা হ্যায়,
উল্‌ফতে রো-রো কর্ দিউয়ানা বন্ যাতা হ্যায়,
লাচারি ইশ্‌ক্‌মে বোলি না বোল্‌তা হ্যায়,
করারি দরদ্ কিস্‌কো যাউ দেখানে॥

আলি

তোফা! কিন্তু আমীর দরদী হয় না এ কথা তোমায় কে বল্লে সুন্দরী?

সহিদা

যা চিরদিন দেখে আস্‌ছি তা আবার পরের কাছে শুন্‌তে হবে কেন? নিন ধরুন [আলি আলম্‌কে পানপাত্র প্রদান করিল আলি আলম্ তাহা পান করিলেন, গোলাম রসুল অদূরে বসিয়া সরাব সরবরাহ করিতে লাগিল।]

মুসা ও আমিনার প্রবেশ

গোলাম

এ কি জনাব?

মুসা

হ্যাঁ রসুল আমি। সেদিন তুমি আমার কাজ কর্ত্তে চেয়েছিলে—কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল না ব'লে আমি তোমায় বিদায় ক'রে দিয়েছিলুম! আজ সে প্রয়োজন হয়েছে রসুল—তুমি প্রস্তুত আছ?

গোলাম

জনাব একদিন ভিক্ষা দিয়ে গোলামের প্রাণরক্ষা করেছেন—জনাবের কাজে প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তে গোলাম হামেসা প্রস্তুত।

আলি

সুন্দরী আরও কাছে এসো।

আমিনা

[স্বগত] এ কি সুলতান!

[আমিনা ঔৎসুক্য সহকারে আলি আলম্ ও সহিদার কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিল এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল]

মুসা

তা'হ'লে আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে তুমি তোমার ঐ অতিথিকে হত্যা কর। কেমন পার্ব্বে রসুল?

গোলাম

আলবাৎ পার্ব্বো।

মুসা

যদি পার রসুল, পাঁচশো আসর্‌ফি ইনাম—তা ছাড়া তোমার অতিথিও রিক্তহস্ত নয়।

গোলাম

পাঁচশো আসর্‌ফি দেবেন জনাব?

মুসা

হাঁ—পাঁচশো আসর্‌ফি একটা একটা করে গুণে দেবো। এই নাও অর্দ্ধেক অগ্রিম—কাজ শেষ করবার বাকী। [আসর্‌ফি প্রদান] কাজ শেষ হ'লে লাসটাকে একটা বস্তায় পুরে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌বে।

গোলাম

কে হুকুম জনাবালি?

মুসা

[কিছুদূর গমন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া] না রসুল—লাস তুমি সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রো না। আমি স্বহস্তে নিক্ষেপ কর্ব্বো।

গোলাম

তাহ'লে জনাব নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ গরীবখানায় একটু বিশ্রাম করুন।

মুসা

না রসুল, প্রতিশোধ না নিয়ে আমার বিশ্রাম কর্ব্বার অবসর নেই।

গোলাম

যো হুকুম জনাবালি?

[মুসার হাত ধরিয়া রসুল পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে চলিয়া গেল]

আলি

[জড়িত স্বরে] সুন্দরী কোথায় তুমি? এসো, আরও কাছে এসে বসো। কৈ—কৈ তোমার মনোমুগ্ধকর সুধাসঙ্গীত? নীরব কেন প্রিয়তমে? তোমার গানের প্রতি মূর্চ্ছনায় দিক্‌দিগন্ত বিমোহিত ক'রে বিশ্ববিমোহন সুরের সুধা-তরঙ্গে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাও—

সহিদা

এখন জনাব! [পানপাত্র প্রদান]

আলি

সুন্দরী, তোমার অধর-সুধায় বঞ্চিত ক'রে শুধু কি আমায় সুরাই পান করাবে? তুমি জান না প্রিয়তমে, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

সহিদা

[অর্দ্ধ স্বগত] "ভালবাসি!" একি সত্য! না আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

আলি

স্বপ্ন নয় সুন্দরী—অতি সত্য। সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনে আমি আত্মহারা হ'য়ে তোমার সন্ধানে এতদূর ছুটে এসেছি। তুমি দেখা দিয়ে আমার কল্পনার রঙ্গিন ছবি আরও রঙ্গিন ক'রে আমার চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছ, বেহেস্তের অফুরন্ত সুখ-সম্ভার আমার হাতের কাছে এনে দিয়েছ—যা দিয়েছ তা আর কেড়ে নিও না সুন্দরী—আশাপূর্ণ কর।

[সহিদার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ]

সহিদা

ভালবাসো, সত্য ভালবাসো? জীবনে এমন কথা ত আর কখনও শুনি নি—সত্য ভালবাসো? না—না, বড় নিষ্ঠুর তোমরা—তোমাদের মুখে মধু—অন্তরে বিষ। মুখের দুটো মিষ্টি কথায় তোমরা যেমন মুহূর্ত্তে আশমানে তুলতে পার, তেম্‌নি জাহান্নমে নামিয়ে দিতেও তোমাদের বিলম্ব হয় না।

আলি

এতে তোমাদেরই বাহাদুরী বেশী—তবুও বলি—এ ভ্রান্ত সংস্কার মন থেকে মুছে ফেল প্রিয়তমে! খোদার কসম্ সুন্দরী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

আমিনা

[স্বগত] প্রবঞ্চক পুরুষ, যে মধুমাখা প্রেম সম্ভাষণে একদিন আমার মন ভোলাতে চেষ্টা করেছিলে—আজও সেই মৌখিক প্রণয়ের ভাণে এ রমণীর মনোহরণে প্রয়াসী হয়েছ? ধিক তোমাকে—আর শতধিক তোমার ঐ লালসামাখা হীন প্রবৃত্তিকে! উঃ খোদা—বুক যে ফেটে যায়!

[আমিনা অন্তরালে গমন করিল]

সহিদা

সত্য ? না—না—আমার যে বিশ্বাস হ'য়েও হচ্ছে না। [হাসিয়া] নাও—ধর। [পানপাত্র প্রদান]

আলি

কেন বিশ্বাস হ'য়েও হচ্ছে না প্রিয়তমে ?

সহিদা

কারণ চিরদিনই শুনে আস্‌ছি নারীই ভালবেসে কাঁদে. পুরুষে নয়।

[ঝড় বৃষ্টি ও ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন]

গোলাম রসুলের প্রবেশ

গোলাম

জনাব, মুষলধারে বৃষ্টি পড়্‌ছে দেখে জনাবের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দেশ করেছি। জনাব ইচ্ছা কর্লে সেই কক্ষে বিশ্রাম কর্‌তে পারেন।

আলি

উত্তম, সুন্দরী আমায় পথ দেখাও।

[মত্ত আলি আলমের হাত ধরিয়া সহিদা দ্বিতলের কক্ষে লইয়া গেল]

[গোলাম রসুল পাদচারণ করিতে লাগিল]

গোলাম

[স্বগত] রাত্রি দুপুরের আর বেশী দেরী নেই।

[আলি আলম্ উপরের কক্ষে জড়িত-স্বরে গাহিল "মান ত্যজলো চাঁদবদনী"]

গোলাম

লোকটা এখনও ঘুমোয় নি। [পাদচারণ]

[ক্ষণপরে সহিদা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল]

গোলাম

এই যে সহিদা, লোকটা ঘুমিয়েছে ?

সহিদা

গীত—

[গোলাম রসুল উপরে উঠিতে গেলে সহিদা বাধা দিল]

সহিদা

কোথায় যাচ্ছো তুমি? ওকি? তুমি খুন কর্ব্বে নাকি?

গোলাম

আমি যা করি তাতে তোর দরকার কি?

সহিদা

তোমার হাতে ছোরা কেন?

গোলাম

ছাড়ু, সহিদা, বিরক্ত করিস্ নি।

সহিদা

ওর সঙ্গে যা আছে আমি সব এনে দেবো। তুমি ওকে হত্যা ক'র না।

গোলাম

বটে? তোর ত ভারি বুদ্ধি দেখছি। পাঁচ পাঁচশো আসরফি আমি তোর কথায় ছেড়ে দেবো? কুঁজো মিঞা পাঁচশো আসরফি দেবে বলেছে, সে ঐ জন্যই এসেছে।

সহিদা

ওই কুঁজো মিঞা যদি না আস্‌তো তাহ'লে কি কর্ত্তে?

গোলাম

কি কর্ত্তুম—যা ভাল বুঝতুম তাই কর্ত্তুম।

সহিদা

নিশ্চয় তুমি তাকে হত্যা কর্ত্তে না। ওর সঙ্গে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে?

গোলাম

তা যদি হ'ত তখন তা বুঝ্‌তুম, কিন্তু যে আমাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমি তার সঙ্গে নেমকহারামি কর্ব্বো না। না, প্রাণান্তেও নয়।

সহিদা

এমন নেমকহারামি কর্লে পাপ হয় না। তুমি সত্য বল দেখি দাদা, তুমি তোমার প্রাণদাতার উপকারের জন্য—না পাঁচশো আসরফির লোভে এই নিরীহ বেচারীকে হত্যা কর্ত্তে উদ্যত হয়েছ? ভেবে দেখ দেখি দাদা, এও কি তোমার নেমকহারামি নয়?

গোলাম

দেখ সহিদা, আমার কাছে মৌলভী সাহেবের মত ও সব বয়েদ ঝাড়া চল্‌বে না। আমি তা শুনবো না। আমি যা ভাল বুঝ্‌ছি তাই কচ্ছি। তুই যা—

সহিদা

দাদা, তোমার পায়ে ধরি এ নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ত্যাগ কর। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা ক'র না।

গোলাম

কি আপদ, কেন তুই আমায় বার বার বিরক্ত কচ্ছিস্‌ সহিদা—পাঁচ পাঁচশো আসরফি তোর মত একটা নির্ব্বোধ বালিকার কথায় আমি হাতছাড়া কর্ত্তে পার্‌বো না।

সহিদা

দাদা, জীবনে ঢের আসরফি রোজগার করেছ, তবু আমাদের দুঃখ ঘুচেছে কি? দাদা, জীবনে কখনও কোন অনুরোধ করিনি, আজ আমার একটা অনুরোধ রাখ—এর প্রাণ ভিক্ষা দাও—

গোলাম

তুই দেখ্‌ছি আমায় পাগল কৰ্বি সহিদা—পাঁচশো আসর্‌ফির লোভ আমি কিছুতেই ত্যাগ কর্ত্তে পার্‌বো না। পারিস্ এমন হদিস্ বা'র কর যাতে দু'দিক বজায় থাকে।

সহিদা

আমি মেয়েমানুষ, আমি কি হদিস্ বা'র কর্ব্বো?

[অন্যের অলক্ষ্যে আমিনার প্রবেশ]

গোলাম

একটা উপায় আছে, রাত্রি দুপুর হ'তে আর বিলম্ব নেই—এই সময়ে যদি কেউ সরাইয়ে আসে, আমি তাকে হত্যা ক'রে এর প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পারি।

সহিদা

একজনকে রক্ষা কর্ত্তে আর একজনকে হত্যা কর্ব্বে?

গোলাম

তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমি পাঁচশো আসর্‌ফি হাতে পেয়ে ছাড়্‌বো না। হত্যা ক'রে লাস থলেয় পুরে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে।

সহিদা

আচ্ছা, তুমি থলেতে আর কিছু পুরে লাস ব'লে সমুদ্রে ফেলে দাওনা।

গোলাম

যদি আমার উপর সে ভার থাক্‌তো তাহ'লে হ'ত। কিন্তু তা হবেনা। কুঁজো মিঞা লাস দেখে স্বহস্তে সমুদ্রে ফেলে দেবে।

সহিদা

তাইতো!—

[বসিয়া পড়িল]

গোলাম

"তাইতো' ব'লে ভাব্‌লে চল্‌বে না সহিদা। বল্ কি চাস্?

সহিদা

এই দুর্য্যোগে এই রাত্রে যদি সরাইয়ে আর কেউ আস্‌তো!

গোলাম

তাহ'লে তাকে হত্যা ক'রে এর প্রাণরক্ষা কর্ত্তুম; কেমন?

সহিদা

কিন্তু যদি কেউ না আসে?

গোলাম

ওর মৃত্যু অনিবার্য্য। আমায় কিন্তু লাস দিতেই হবে।

আমিনা

আজ আমার মর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে কেন? কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে, এ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করার চেয়ে মৃত্যুই সুখের; তাই কি আজ মর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে? তবে সে ইচ্ছা এতদিন হয়নি কেন? আজ যে আমি নিষ্ঠুর সুলতানের নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি। তবে—তবে আবার মর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে কেন? তবে কি—তবে কি এতদিন আমি আপনাকে প্রতারণা ক'রে আস্‌ছি। যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে তাকে ভালবেসেছি? ভালবেসেছি কেন—এখনও ভালবাসি। নইলে তার জীবন রক্ষা কর্ত্তে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা হচ্ছে কেন? সত্যই তাই। আমি তাকে ভালবেসেছি, এখনও বাসি। তার জীবন রক্ষা কর্ত্তে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে তার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নোব। স্নেহময় পিতা, তোমার অবাধ্য হয়েছি—হতভাগিনীকে মার্জ্জনা কর।

[আমিনা ধীরে ধীরে বাহিরে গমন করিল ও দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল]

[নেপথ্যে] কে আছ দ্বার খোল, বিপন্ন পথিককে একটু আশ্রয় দাও—

গোলাম

সহিদা, বুঝি তোর আশা পূর্ণ হয়, শিকার হাজির! যা—তুই একটা থলের সন্ধান কর্, আমি একেবারে তার জাহান্নমের দরজা খুলে দিয়ে আসছি।

[গোলাম রসুল দ্বার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল]

এস পথিক দ্বার মুক্ত।

[আমিনা আসিবামাত্র গোলাম রসুল তাহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গেল]

[অনন্তর রসুল আমিনাকে অস্ত্রাঘাত করিবামাত্র আমিনা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

গোলাম

[নেপথ্যে] সহিদা—

সহিদার প্রবেশ

সহিদা

কি কর্লুম, এক নিরীহকে হত্যা করালুম! [সহিদা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে গমন করিল]

মুসার প্রবেশ

মুসা

গাঢ় অন্ধকার! মহাপ্রলয়ে যেন সৃষ্টি ধ্বংস হ'তে বসেছে। ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন আমার প্রতিহিংসার সঙ্গে মিশে এই বিরাট ধ্বংসের সূচনা ক'রে দিয়েছে। একি! কেউ ত নেই! রসুল—রসুল—

গোলাম

[নেপথ্যে] জনাব, লাসটাকে থলেয় পুরে এখনি নিয়ে আসছি।

মুসা

লাস নিয়ে আস্‌ছো ? তাহ'লে কাম ফতে ? সাবাস্ রসুল—সাবাস ! হা—হা—হা—কেমন প্রতিশোধ ! কেমন প্রতিশোধ ! আনন্দ কর—মুসা, আনন্দ কর ! আমিনা—আমিনা—ছুটে আয়, দেখ্‌বি আয়, তোর অপমানের কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি !

[গোলাম রসুল ও সহিদা আমিনার আবৃত শবদেহ লইয়া আসিল]

মুসা

রসুল, তুমি আমার যথার্থ বন্ধু। যাও বন্ধু, একটা আলো নিয়ে এস। দুর্ব্বৃত্ত সয়তানের লালসামাখা মুখখানা তোমার অস্ত্রাঘাতে কেমন বিকৃত হয়েছে একবার দেখ্‌বো। যাও—ও কি ! ইতস্ততঃ কর্চ্ছো কেন ? যাও—

গোলাম

জনাব, বিকৃত শবদেহ দেখ্‌লে আমার কেমন একটা আতঙ্ক হয়। তার চেয়ে আসুন, দুজনে মিলে লাসটাকে সমুদ্রে টেনে ফেলে দিই।

মুসা

হা—হা—হা ! সারাজীবন যে সয়তানের কাজ ক'রে আস্‌ছে, একটা বিকৃত শবদেহ দেখে তার আতঙ্ক ! কাপুরুষ, যাও, একটা আলো নিয়ে এস। তোমায় দেখ্‌তে হবে না রসুল, আমি দেখ্‌বো—যাও। ও কি ! তবু দাড়িয়ে ?

গোলাম

কি জানেন জনাব, এত রাত্রে এ সরাইয়ে কোন দিন আলো জ্বলে না, কি জানি, আজ যদি হঠাৎ আলো দেখে কোন বেটা ফাঁড়িদার এসে পড়ে !

মুসা

মুর্খ! সয়তান কখনও ফাঁড়িদারকে ভয় করে না।

গোলাম

অত হাঙ্গামায় কাজ কি হুজুর, তার চেয়ে আসুন না দু'জনে মিলে লাসটাকে সমুদ্রে টেনে ফেলে দিই।

মুসা

বেয়াদব্—যা আলো নিয়ে আয় [ধীরে ধীরে গোলাম রসুল চলিয়া গেল, সাহিদাও তাহার অনুগমন করিল]

মুসা

নরাধম স্থলতান! [মৃতদেহের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া] আজ তোর সে দম্ভ কোথায়? দুনিয়া দেখুক আজ তুই কত নিম্নে! বেদুইনের প্রতিশোধ কি চমৎকার!

[নেপথ্যে আলি আলম্ গাহিল]

[সুরে] মান ত্যজলো চাঁদবদনী—

মুসা

[সচকিতে] ও কি! কে গাইছে? কার কণ্ঠস্বর? ঠিক যেন—ঠিক যেন—সুল—

[পূর্ব্বোক্ত গীতাংশ গাহিতে গাহিতে আলি আলম্ সিঁড়ি দিয়া নীচে অবতরণ করিতে লাগিল]

মুসা

সেই ত! সুলতানই ত বটে! মুর্খ তবে কাকে হত্যা করেছে?

[সহসা বিদ্যুৎ বিকাশ হইবামাত্র মুসা শবের মুখাবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং আমিনাকে দেখিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

একি! এ যে আমিনা! অন্ধ, কি করেছিস্? সুলতানের পরিবর্ত্তে আমার কন্যাকে হত্যা করেছিস্? আমারই হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়েছিস্? এ যে আমারই স্নেহপুত্তলী আমিনা! ও—হো—হো! আমিনা, মা আমার! না—না—মিথ্যা কথা—কারও সাধ্য নেই যে আমার বুকের নিধিকে আমার বুক থেকে কেড়ে নেয়। [পুনরায় বিদ্যুদ্বিকাশ] সত্যই ত—এ যে সেই মুখ—সেই চোখ! মুখে করাল মৃত্যুর ছায়া! সজল আয়ত চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃহীন—অর্দ্ধস্তিমিত! নেই—নেই—আমার আমিনা নেই! ঈশ্বর! একি কর্লে! একি কর্লে! না—না—ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ কর্‌বার অধিকার আমার নেই! কন্যা-হন্তা মহাপাপী আমি—সুলতানের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে আমিই আমার কন্যাকে হত্যা করেছি! চমৎকার প্রতিশোধ! শত্রু-রক্তের পরিবর্ত্তে কন্যারক্ত!

[আলি আলম সাহ নীচে নামিয়া আসিল]

আলি

হা-হা-হা! শত্রু-রক্তের পরিবর্ত্তে কন্যা-রক্ত!

মুসা

আর সে মূর্খতার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে সয়তানের তপ্ত রক্ত !!

[মুসা সুলতানকে ধরিয়া তাহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল]

যবনিকা